সপ্তমঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন রথাধিরূঢো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা।— মাতলে! অনুষ্ঠিত-নিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাৎ অনুপযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে ॥ ১ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্। উভয়মপি অপরিতোষং সমর্থয়ে—

প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান।
গণয়ত্যবদান-বিস্মিতো ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়াগুণান্ ॥ ॥ ২ ॥

রাজা।— মাতলে। মা মা এবম্। স খলু মনোরথানামপ্যভূমিঃ বিসর্জ্জনাবসর-সৎকারঃ।
মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্দ্ধাসনোপবেশিতস্য—

অন্তর্গত-প্রার্থনমন্তিকস্থং জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্ট-বক্ষো-হরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—ভবান্ মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা (সৎকারেণ) প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যতে, সঃ (ইন্দ্রঃ) অপি ভবতঃ অবদান-বিস্মিতঃ (ভবৎকৃত-দুর্জ্জয়দানবজয়রূপ-দুষ্কর-কর্ম্মণা চমৎকৃতঃ সন্) সৎক্রিয়াগুণান্ ন গণয়তি (ময়া ন যথার্হং সৎকৃত-মিতি মন্যতে) ॥ ২ ॥

অন্তর্গতপ্রার্থনম্ অন্তিকস্থং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন হরিণা আমৃষ্টবক্ষো-হরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা দিবৌকসাং সমক্ষম্ অর্দ্ধাসনোপবেশিতস্য মম পিনদ্ধা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(আকাশপথে রথাধিরূঢ় রাজা দুষ্যন্ত এবং ইন্দ্র সারথি মাতলির প্রবেশ)

রাজা।—মাতলি। যদিও দেবরাজের আদেশ আমি যথাযথরূপে পালন করিয়াছি, তবুও কিন্তু, তিনি যেরূপ আদর-যত্ন করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, অতটার আমি উপযুক্তই নই ॥ ১ ॥

মাতলি।—(সহাস্যে) দীর্ঘজীবিন্! স্ব স্ব কার্য্যে আপনারা উভয়েই অপরিতৃপ্ত বলিয়া আমার ধারণা। কেননা, দেবরাজের আদর-যত্ন দেখিয়া আপনি দানব-বিজয়ের দ্বারা তাঁহার যে মহান্ উপকার করিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ভাবিতেছেন; আবার আপনার অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবরাজও আপনাকে যে আদর-যত্ন করিয়াছেন, তাহা কিছুই হয় নাই, মনে করিতেছেন ॥ ২ ॥

রাজা।—না না মাতলি, তা নয়। বিদায়কালে তিনি যে খাতির করিয়াছেন, তাহা আমি চিন্তাও করিতে পারি না। সমস্ত দেবতার সমক্ষে তিনি আমাকে তাঁহার সিংহাসনের একাংশে বসাইয়া তাঁহার নিজের কণ্ঠের মন্দার-কুসুমের মালা স্বহস্তে মদীয় কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন। নিকটেই তৎপুত্র জয়ন্ত দাঁড়াইয়া লোলুপ-নয়নে সেই মালাগাছটির দিকে চাহিয়া ছিল, বাসনা, পিতা পুত্রকেই মালাছড়া দিবেন, কিন্তু দেবরাজ একবার সস্মিত মুখে পুত্রের দিকে তাকাইলেন মাত্র, মালা দিলেন না। ঐ হাসির অর্থ কি জানো? "তুমি পুত্রই হও, আর যে-ই হও, এ মালা দুষ্যন্তেরই প্রাপ্য, তোমার নহে"—এই অর্থই ঐ হাসিতে খ্যাপন করিতেছিল। ভাই! সে কি যে-সে মালা! দেবরাজের বক্ষঃস্থল দুর্লভ হরিচন্দনে চর্চ্চিত ছিল, এবং সেই চন্দন ঐ মালায় বিলিপ্ত হইয়া তাহার শ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল, এমন মালা নগণ্য আমাকে তিনি পরাইলেন! ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্র স্বর্গ হইতে মাতলিকে দিয়া নিজের রথ পাঠাইয়াছিলেন, দানবযুদ্ধ উপস্থিত, দুষ্যন্তকে স্বর্গে যাইতে হইবে। দুষ্যন্ত, অঙ্গুরীয়ক-দর্শনের পর হইতেই শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত বিমনায়মান ছিলেন। কিন্তু মাতলি কর্তৃক বিদূষকের প্রাণান্তকর বিড়ম্বনে এবং স্বর্গাধিপতি দেবরাজের আহ্বান-গৌরবে, তাঁহার সে বৈমনস্য তিরোহিত হইয়াছে। "নবীভূত-বীর্য্য" হইয়া তিনি স্বর্গলোকে যাত্রা করিয়াছেন। শুভযাত্রার সময়ে, বীরচূড়ামণি বীরোত্তমের কারয়া কাহল— আবীর।ক আ।পেন।

মাতলিঃ।— কিমিব নাম আয়ুষ্মান্ অমরেশ্বরান্ নার্হতি। পশ্য—

সুখ-পরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং ত্রিদিবমুদ্ধৃত-দানব-কণ্টকম্।
তব শরৈরধুনাতপর্ব্বভিঃ পুরুষকেশরিণশ্চ পুরা নখৈঃ ॥ ৪ ॥

রাজা।— অত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা স্তুত্যঃ।

সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিংবাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা তঙ্কেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অধুনা আনতপর্ব্বভিঃ তব শরৈঃ, পুরা (আনতপর্ব্বভিঃ) পুরুষকেশরিণঃ নখৈঃ চ—(ইতি) উভয়ৈঃ সুখপরস্য হরেঃ ত্রিদিবম্ উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্ ॥ ৪ ॥

নিযোজ্যাঃ (অধিকৃতাঃ ভৃত্যাঃ ইত্যর্থঃ) মহৎসু (অতিদুষ্করেষু) অপি কর্ম্মসু সিধ্যন্তি (ইতি) যৎ, তম্ ঈশ্বরাণাং সম্ভাবনা-গুণম্ (অয়মেব এতৎ কার্য্যং কর্ত্তুং সমর্থঃ ইত্যেবংরূপস্য নির্দ্ধারণস্য মহিমানম্) অবেহি। অরুণঃ (সূর্য্যসারথিঃ) তমসাং বিভেত্তা অভবিষ্যৎ কিম্—চেৎ (যদি) সহস্রকিরণঃ তম্ (অরুণং) ধুরি ন অকরিষ্যৎ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।—মাতলি।—আয়ুষ্মন্! এমন কি বস্তু আছে, যাহা অমরনাথ ইন্দ্রের আপনাকে অদেয় হইতে পারে? এই দেখুন, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র চিরকাল যে নিশ্চিন্ত-মনে বিষয়-সম্ভোগ-সুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইহার দুইটি মাত্র কারণ। একটি নরসিংহরূপে পূর্ব্বে একবার উপেন্দ্র আকুঞ্চিত খর নখরশ্রেণীর দ্বারা স্বর্গলোকের বক্ষ হইতে দানবরূপ তীক্ষ্ণ কণ্টককুল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, আর এখন বন্ধুর-গ্রন্থি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা আপনি আবার অপর দানবকুল নির্ম্মূল করিলেন; তাই ত ইন্দ্র নিরুদ্বেগে ভোগসুখে রত ॥ ৪ ॥

রাজা।—ইহাতে আমার কোনই কৃতিত্ব নাই, ইহা অমরনাথেরই মাহাত্ম্য। কেন না, অত্যন্ত দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য কর্ম্মেও অধীনস্থ ব্যক্তিরা যে সাফল্য লাভ করে, তাহাতে তাহাদের প্রভুরই মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়। যেহেতু, প্রভু যদি তত্তৎভৃত্যের দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ইহা না বুঝিতেন, তবে তাহাদিগকে কদাচ তাদৃশ কার্য্যে নিযুক্তই করিতেন না। সুতরাং প্রভুর নিয়োগ-বলেই তাহারা সেই সেই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই দেখুন, সূর্য্যদেব অরুণকে সারথি-পদে নিয়োগ-পূর্ব্বক সৌর রথের পুরোভাগে বসাইয়াছিলেন বলিয়াই ত অরুণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকাররাশি দূর করিতে সমর্থ হন, নতুবা কি হইতেন? ॥ ৫ ॥

ভাষায়, 'অমাত্য পিশুনকে' বলিয়া গিয়াছেন,—"তুমি অনন্যহৃদয়ে প্রজাপালন করিতে থাক, আমি ধনুকে ছিলা বাঁধিয়া অল্প কার্য্যে চলিলাম। রাজকার্য্য আপাততঃ আমি দেখিতে পারিব না।" ভারত-সম্রাটের এই বীরোক্তি-বিদ্যুৎ-প্রভায়, তদীয় সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর কিরীটমণি যেন ঝলসিয়া উঠিল। রাজ-সভা ক্ষণকালের জন্য, সশোরবে দুষ্মন্তের উৎসাহ-সূর্য্যদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়াই সসম্মানে চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহাদের চিরপ্রিয় রাজ-রাজেশ্বর বিপন্ন স্বর্গাধিপতির বিপন্নিবারণের জন্য ছুটিয়াছেন, মর্ত্তের রাজা স্বর্গের রাজার সম্মানরক্ষার জন্য ধনুর্ব্বাণ-হস্তে ছুটিয়াছেন,—ভাবিয়া সভাসদ্‌গণের মুখ একটা অনির্ব্বচনীয় আত্মসম্মানে ও আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

সানুমতীর মুখে, সামাজিকগণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন যে, শকুন্তলা তাহার মাতা মেনকার তত্ত্বাবধানে অথবা ঐ রকম একটা কোন নিরুদ্বেগ স্থানে আছে। তাহার বিচ্ছেদে রাজার যে কত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তাড়াতাড়ি বলিবার জন্য—বলিয়া দুঃখিনী, পরিত্যক্তা শকুন্তলার দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য, সানুমতী আকাশপথে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট বিচ্ছেদকাতর ও অনুতাপদগ্ধ প্রিয়তমের অবস্থা শ্রবণে অভাগিনীর হৃদয়ের ছাসহ দুঃখ অন্ততঃ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবে,—সে কতকটা সান্ত্বনা পাইবে,—ভাবিয়া পূর্ব্বেই সামাজিকবৃন্দ আশ্বস্ত হইয়াছেন। সানুমতী যাওয়ার সময়ে আপন মনে বলিয়া গিয়াছে যে,—মহেন্দ্রজননী অদিতি বিষাদিনী শকুন্তলাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, আর বেশী দিন এ কষ্ট থাকিবে না, অচিরেই দেবতারা এমন একটা কৌশল করিবেন যে, দুষ্মন্ত তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে লইয়া মর্ত্তে যাইবেন ও পূর্ব্বের মত রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। সুতরাং শকুন্তলার দুঃখের

মাতলিঃ।— সদৃশমিবেতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্। ইতঃ পশ্য নাক-পৃষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ—

বিচ্ছিত্তি-শেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি॥ ॥ ৬ ॥

রাজা।—মাতলে। অসুর-সম্প্রহারোৎসুকেন পূর্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ। কতমস্মিন্ মরুতাং পথি বর্ত্তামহে। ॥ ৭ ॥

মাতলিঃ।— ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগন-প্রতিষ্ঠাং জ্যোতীংষি বর্ত্তযতি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য দ্বিতীয়হরিবিক্রম-নিস্তমস্কং বায়োরিমং পরিবহস্য বদন্তি মার্গম্॥ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অমী দিবৌকসঃ (দেবাঃ) গীতক্ষমম্ অর্থজাতং বিচিন্ত্য(ত্বচ্চরিতাৎ গানার্হং বিষয়ং নিশ্চিত্য নিশ্চিত্য) সুরসুন্দরীণাং বিচ্ছিত্তি-শেষৈঃ (অঙ্গরাগাবশিষ্টৈঃ) বর্ণৈঃ (পীত শুক্ল হরিৎ-লোহিতাদিভিঃ) কল্প-লতাংশুকেষু (কল্পলতাপল্লবেষু) ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ৬ ॥

যঃ গগন-প্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি, (যঃ) প্রবিভক্তরশ্মিঃ (সন্) জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চ, ইমং তস্য পরিবহস্য বায়োঃ দ্বিতীয়হরিবিক্রমনিস্তমস্কং মার্গং বদন্তি ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—মাতলি।—ইহা আপনার উপযুক্ত উক্তিই বটে। বিনয়ের ইহা পরাকাষ্ঠা। আয়ুষ্মন্। একবার এই দিকে চাহিয়া দেখুন, স্বর্গেও আপনার কি অতুল যশঃ। ঐ দেখুন, দেবগণ আপনার উদার চরিত্রের হৃদয়হারী বিষয়গুলির গান-যোগ্য অংশ-সমূহ চিন্তা করিয়া করিয়া কেমন গান বাঁধিতেছেন এবং সেই গান, সুর-কামিনী-গণের অঙ্গরাগের পর,শুক্ল, পীত, লোহিত প্রভৃতি যে রং অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা কোমল কল্পলতাপল্লবে লিখিতে-ছেন। ক্ষিতীশ্বর! আপনি কত বড ভাগ্যবান্ পুরুষ ॥৬॥

রাজা।–মাতলি। অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া, মন বড়ই উৎসুক হইয়াছিল, তাই কাল যখন স্বর্গে আরোহণ করি, তখন বিচিত্র স্বর্গ পথ ভালো করিয়া দেখিতে পারি নাই। বলুন ত, আবহ, প্রবাহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ এবং পরাবহ—এই সাতটি বায়ু, ইহাদের কোন্ বায়ুর অধিকারবর্ত্তী পথে আমরা এখন চলিতেছি ॥ ৭ ॥

মাতলি।—শুনুন্ মহারাজ। বিষ্ণুর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং ভোগবতী নামে যে ত্রিপথগা গঙ্গা আছেন, তন্মধ্যে আকাশবর্ত্তিনী মন্দাকিনী যে বায়ুর অধিকারে প্রবাহিতা, নক্ষত্র-রাজির মরীচিমালা সম্যক্‌রূপে বিভাগ পূর্ব্বক যে বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলকে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে, আমরা যে পথে চলিতেছি, ইহা সেই পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ুর পথ, বলিকে ছলনা করিবার সময়ে বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর পদন্যাসের মাহাত্ম্যে এই পথ সর্ব্ববিধ কল্মষ হইতে বিমুক্ত ও পুণ্যাত্মক ॥ ৮ ॥

অমানিশার অবসান যে অদূরবর্ত্তী, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে কি করিয়া, কোন্ দিক্ দিয়া কেমন ভাবে এবং কখন যে সেই শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইবে, তাহা কেহই জানে না বা বলিতেও পারে না।

আজ দর্শকদিগের কত কথা মনে পড়িতেছে। সেই কবে, একদিন গ্রীষ্মের দিবাবসানে, সর্ব্বপ্রথম তাঁহারা দুষ্যন্তকে যখন দেখেন, তখনও তাঁহার অদ্যকার মতনই সাজগোজ ছিল। তিনি "স-শর-চাপ-হস্ত" ছিলেন। (১ম অঙ্ক, ১৩) মৃগয়া করিতে গিয়া নিজেই মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শকুন্তলার নব সঙ্কলিত প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর আজ আবার সেই দুষ্যন্তই "স-শর-চাপ-হস্ত" হইয়া লোকান্তরে অনেক দূরে, অনেক ঊর্দ্ধে চলিলেন। বহু দিন, সেই শকুন্তলার সহিত মিলনের পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল রাজার এ রূপ তাঁহারা দেখেন নাই। নবীন প্রেমের দুর্নিবার তরঙ্গে ভাসমান দুষ্যন্তকে দুর্ব্বাসার শাপবিমূঢ় কর্ত্তব্যপ্রিয় কঠোর-কর্কশ দুষ্যন্তকে, লব্ধ-স্মৃতি অনুতপ্ত ও বিরহক্ষাম বিধুর দুষ্যন্তকে তাঁহারা দেখিয়াছেন, কিন্তু অদ্যকার মত এমন উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তিকে তাঁহারা বহুদিন দেখেন নাই, তাই তাঁহাদের আজ আনন্দের সীমা নাই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে, সুতরাং ঘর-সংসারই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহারা আনন্দিত হইবেই ত। সামাজিকগণও হইয়াছেন।

রাজা।— মাতলে! অতঃ খলু স-বাহান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি। (রথাঙ্গমবলোক্য)
মেঘপদবীম্ অবতীর্ণো স্বঃ। ॥ ৯ ॥

মাতলিঃ।— কথমবগম্যতে। ॥ ১০ ॥

রাজা।— অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং পিশুনয়তি রথন্তে শীকর-ক্লিন্ন-নেমিঃ ॥ ॥ ১১ ॥

মাতলিঃ।— ক্ষণাদায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে। ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—শীকর-ক্লিন্ন-নেমিঃ অয়ং তে রথঃ অরবিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ বারিগর্ভোদরাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং (গমনং) পিশুনয়তি (সূচয়তি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—মাতলি! এই জন্যই আমার বহিরিন্দ্রিয়রাজি, মন এবং দেহান্তর্ব্বর্ত্তী চেতন পুরুষ, সমস্তই যেন কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে। (রথের চাকার দিকে চাহিয়া) এতক্ষণে আমরা বোধ হয়, মেঘসঞ্চরণের পথে আসিয়া নামিলাম ॥ ৯ ॥

মাতলি।—কি করিয়া বুঝিলেন? ॥ ১০ ॥

রাজা।—এই দেখুন, মেঘনিঃসৃত জলকণায় আপনার এই রথের চক্রপ্রান্তগুলি কেমন সিক্ত হইয়া গিয়াছে, আর চক্র শলাকাবলীর ফাঁক দিয়া চাতকগুলি কেমন বাহির হইয়া আসিতেছে, এবং সৌদামিনীর চঞ্চল দীপ্তিমালায়, রথের অশ্বসমূহের কলেবর কেমন যেন মাঝে মাঝে লেপিয়া যাইতেছে, এই সমুদয় দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয়ই জলপূর্ণ জলদমালার উপর দিয়া আমাদের রথ চলিতেছে ॥ ১১ ॥

মাতলি।—আর অতি অল্পকালের মধ্যেই, মহারাজ! আপনার নিজের রাজ্য পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারিবেন ॥ ১২ ॥

ব্যাপাস্যমান (বিপন্ন) বিদূষককে ছাড়িয়া মাতলি যখন হাসিতে হাসিতে আসিয়া বাণক্ষেপোদ্যত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবসারথির সেই সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি-দর্শনে সমগ্র দর্শকসম্মিলনেরও হৃদয় প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল। রাজাও তাড়াতাড়ি বাণ প্রতিসংহার করিলেন। তূণীরের বাণ তূণীরেই রাখিলেন। মাতলি যখন বলিলেন—"আমার উপর কেন? কত দৈত্য দানব এখনও অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই আপনার বধ্য, তাহাদিগকে ছাড়িয়া এ গরীবের উপর—আপনার একজন পুরাতন বন্ধুর উপর বাণক্ষেপে কি পৌরুষ বাড়িবে? রাজন্, সজ্জনের প্রসাদস্নিগ্ধ নয়নই সুহৃদের উপর পতিত হয়, রোষোদ্দীপ্ত নেত্র কদাপি পড়ে না", তখন বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলেন। মাতলির উক্তিতে রাজার প্রাণের সেই শকুন্তলার প্রণয়ের ছিন্ন তারে ঘা লাগুক-না-লাগুক, দর্শকগণের কিন্তু লাগিল। তাঁহারা দেবেন্দ্র-সারথির ঐ উক্তিতে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। "সজ্জন"-চূড়ামণি দুষ্মন্তের সুহৃত্তমা কণ্বদুহিতা শকুন্তলার সহিত রাজার সেই প্রত্যাখ্যানকালের ব্যবহার, সেই রোষকলুষ কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ,—সেই কত কি, তাঁহাদের হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিয়ৎকালের জন্য, তাঁহারা ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মাতলির সহিত কথোপকথনে ক্রমে যখন স্বর্গের দানবের ব্যাপার প্রকাশ পাইল, এবং দুষ্মন্তের দেহ, আকার-প্রকার, ক্রমেই দেহাস্তর্বাহী উত্তপ্ত ক্ষাত্র শোণিতের আভায় আলোহিত হইয়া উঠিল, তখন দর্শকবৃন্দও রসান্তরে আপ্লুত হইলেন।

আর একবারও ঠিক এইরূপ ব্যাপার দর্শকবৃন্দের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সে বহুদিনের কথা। প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগকে মারিবার উদ্দেশ্যে রাজা কত বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে ছুটিয়াছিলেন এবং বাণ যোজনাপূর্ব্বক, "এই দেখ সারথি, মৃগটাকে মারিলাম"—বলিয়া বাণক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইল না, অরণ্যচারী তাপসরা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল, বাধা দিল। আর ধনুর্দ্ধর রাজাও বাণটি খুলিয়া তূণীরে পুরিলেন। সেবারেও হয় নাই, এবারেও হইল না, দুইবারই হাতের বাণ হাতে রহিল। সেবারের ফল সকলেই বিদিত আছেন, এবারের ফল অবিজ্ঞেয়। তাই—সামাজিকগণ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেবার অরণ্যবাসীর বাধা, এবার স্বর্গবাসীর বাধা। সেবার অরণ্যে রত্নলাভ, এবার কোথায়?

সামাজিকদিগকে এইভাবে উৎকণ্ঠার সমুদ্রের তীরে বসাইয়া রাখিয়া, কবির কবি—কালিদাস, তদীয় প্রিয় নায়ককে মাতলির সহিত স্বর্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের শেষাংশ এইভাবে বুঝিয়া লইয়া সপ্তমাঙ্ক

রাজা।— (অধোঽবলোক্য) মাতলে। বেগাবতরণাদাশ্চর্য্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্য-লোকঃ।

তথাহি—শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদযাৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাব নষ্ট-সলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীযতে॥ ॥ ১৩ ॥

মাতলিঃ।— সাধু দৃষ্টম্। (সবহুমানং বিলোক্য) অহো উদাববমণীযা পৃথিবী। ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—মেদিনী উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ অবরোহতি (অধঃপততি) ইব, পাদপাঃ স্কন্ধোদয়াৎ (প্রকাণ্ডভাগানাং আবির্ভাবাৎ) পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং (পত্রাবলীস্বারূপ্যং) বিজহতি, তনুভাবনষ্টসলিলাঃ (দূরত্বাৎ অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীয়মানাঃ) আপগাঃ (নদ্যঃ) ব্যক্তিং (সমীপবর্তিতয়া বিস্তৃতিং) ভজন্তি, পশ্য—উৎক্ষিপতা (উর্দ্ধম্ উত্তোলয়তা) কেন অপি ভুবনং মৎপার্শ্বম আনীয়তে ইব ॥১৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মাতলি! সবেগে অবতরণ হেতু, নরলোকের কি বিস্ময়াবহ চিত্র দেখা যাইতেছে। ঐ দেখুন, পৃথিবী যেন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে ক্রমে অধঃপতিত হইতেছে, পূর্ব্বে যখন আমরা অতি উচ্চে ছিলাম, তখন কিন্তু পর্ব্বতশীর্ষ এবং পৃথিবী একাকার বলিয়া মনে হইতেছিল। এখন পর্ব্বতের মাথাগুলি ক্রমে যতই জাগিয়া উঠিতেছে, ধরণী যেন ততই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে নামিয়া পড়িতেছে। বৃক্ষাবলীর কাণ্ড-প্রকাণ্ডভাগগুলিও ক্রমে দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতেছে বলিয়া, পত্ররাশির মধ্য হইতে বৃক্ষ-সমূহ যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে এ ভাব ছিল না। পূর্ব্বে অতিদূরত্ব নিবন্ধন নদ-নদী-সমূহের জল দেখাই যাইতেছিল না। এখন কিন্তু যত নীচে নামিতেছি, উহাদের জলরাশিও ততই স্পষ্টতররূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। মনে হইতেছে, কে যেন পৃথিবীটাকে সহসা উঁচু করিয়া আমাদের পার্শ্বে তুলিয়া ধরিতেছে॥ ১৩॥

মাতলি।—বাঃ, মহারাজের কি নিপুণ দৃষ্টিশক্তি। (সগৌরবে ও সম্মানে দর্শন পূর্ব্বক) আহা! পৃথিবীর কি মহান্ এবং রমণীয় আকার! ॥ ১৪ ॥

দেখিতে আরম্ভ করিলেই কবির শিল্প-চাতুর্য্য এবং মাতলির আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়ের—কাব্যের উপযোগিতা বুঝিবার পথ অনেকটা সুগম হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গের দানব-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যাতা দুষ্যন্ত মহেন্দ্রকর্ত্তৃক অত্যধিক সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছেন, এবং মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্ররথে তাঁহার নিজরাজ্যে মর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। সমরজয়ের উল্লাসে,—চরিতার্থতার চিরনবীন উৎসাহে দুষ্যন্ত-হৃদয় সমুল্লসিত ও উৎসাহিত, তাহাতে আবার, মাতলি সে উল্লাস উৎসাহের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছেন। স্বর্গ রাজ্য নিরাপদ হইল, ইন্দ্রের সম্মান রক্ষিত হইল, তাই ইন্দ্র-সারথি মাতলির আনন্দের সীমা নাই। দুই জনে উন্মুক্ত-হৃদয়ে কত কথা কহিতেছেন, কত বিশ্রস্ত আলাপ করিতেছেন, আর মহেন্দ্র-রথ সেই নির্ম্মল, অসীম আকাশ পথ-বাহিয়া চলিতেছে। দানব-যুদ্ধ-বিজয়ী দুষ্যন্তের বিক্রম-কাহিনী স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগরূক। দেবগণ সুরসুন্দরীদের অঙ্গরাগান্তে, অবশিষ্ট বর্ণিকার দ্বারা, কল্পলতার নবীন নধর পল্লবের পত্রে দুষ্যন্ত-চরিতের—দুষ্যন্ত কীর্ত্তির গীতযোগ্য পদাবলী রচনা-পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেছেন, অবসরমত গান করিবেন। মাতলি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দুষ্যন্তকে তাহা দেখাইলেন। বিনয়ভূষিত দুষ্যন্ত অমনি “এখন আমরা কোন্ বায়ুর অধিকার-পথে চলিতেছি”—বলিয়া প্রসঙ্গান্তরে সে আত্মপ্রশংসা অন্তরিত করিলেন। যে দিন স্বর্গে আসেন,—অসুর-যুদ্ধের জন্য মন অতিশয় উৎসুক ছিল, তাই স্বর্গ-পথের অতুল শোভা, রাজা সে দিন ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আজ চিত্ত প্রসন্ন, জয়োল্লাসের বিমল প্রভায় সমুদ্ভাসিত, দুষ্যন্তের সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি স্থির-নয়নে, স্বর্গ পথের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। মেঘের উপর দিয়া রথ চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলদ-গাত্রে সৌদামিনী খেলা করিতেছে, আর তাহার সেই চিরচঞ্চল দেহজ্যোতিঃ আসিয়া রথের অশ্বগাত্রে পড়িতেছে, অমনি অশ্বরাজি এক একবার জ্যোতির্ধারায় স্নাত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্য-দর্শনপটু রাজা মাতলিকে তাহা দেখাইতেছেন। রথ অনেক উর্দ্ধে, পৃথিবী তাহার নিম্নে পড়িয়া আছে। মাটির ক্ষিতির কোনো গন্ধ ততদূর উঠিতেই পারে না। মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের হর্ষ-বিষাদ, প্রণয়-বিরহ, দুঃখ-দারিদ্র্য—মর্ত্তের আত্মার্থ প্রবৃত্তি, পরার্থ-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিতে যাহার হৃদয় কণ্টকিত, তাদৃশ ব্যক্তি বুঝি,

রাজা।— মাতলে! কতমোঽয়ং পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘ-পরিঘঃ সানুমানালোক্যতে। ॥ ১৫ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিম্পুরুষপর্ব্বতস্তপসাং সিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য—

স্বায়ম্ভুবান্ মরীচের্ণঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ। সুরাসুর-গুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—যঃ প্রজাপতিঃ স্বায়ম্ভুবাৎ (স্বয়ম্ভুবঃ ব্রহ্মণঃ তনয়াৎ) মরীচেঃ প্রবভূব (উৎপন্নঃ অভূৎ), সুরাসুর-গুরুঃ (সুরাণাং অসুরাণাং চ পিতা) সঃ (কশ্যপঃ প্রজাপতিঃ) অত্র (হেমকূটগিরৌ) সপত্নীকঃ (সন্) তপস্যতি (তপঃ করোতি) ॥১৬॥

ব্যাখ্যা।—রাজা।—মাতলি! সায়ংকালীন মেঘপঙ্‌ক্তির ন্যায় সুবর্ণরসস্রাবী, পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঐ যে বিরাট্ মহীধর দেখা যাইতেছে, উহার নাম কি?॥ ৫॥

মাতলি।—আয়ুষ্মন্! ঐ পর্ব্বতের নাম হেমকূট, হরিবর্ষ হইতে কিম্পুরুষবর্ষকে ঐ পর্ব্বতেই পৃথক্ করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ কিম্পুরুষবর্ষের সীমানা ঐ পর্ব্বত। তপস্যার অমন সিদ্ধিক্ষেত্র আর নাই। ওখানে তপস্যা করিলে, তাহাতে সিদ্ধি সুনিশ্চিত। দেখুন রাজন্! ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি হইতে যে প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সুর এবং অসুরগণের পিতা,সেই প্রজাসৃষ্টি-কর্ত্তা কশ্যপ এই পর্ব্বতে সস্ত্রীক তপস্যা করিতেছেন ॥১৬॥

সেই নির্ম্মল শান্ত আকাশ পথের পথিক হইতে পায় না, তাই দুষ্মন্তের হৃদয় হইতে মর্ত্তের সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। মর্ত্তের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন। সাক্ষাৎ চৈতন্যময় পুরুষরূপে উর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি আকাশ-পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, আর অচৈতন্য জড় জগৎ, তাঁহার নিম্নে,—অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। ইহা এক বিরাট্ দৃশ্য! কবির কল্পনা যে কত ব্যাপিনী, কত শক্তিশালিনী, ইহা তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবিষ্ট-মনে ভাবিলে মনে হয়, কালিদাসের শক্তিমতী কল্পনাসুন্দরী যেন স্বর্গমর্ত্ত জুড়িয়া বসিয়া আছেন, স্বর্গমর্ত্ত ব্যাপিয়া, সুন্দরীর অনবদ্য সৌন্দর্য্যের মণি-মাণিক্য-খচিত চন্দ্রাতপ প্রসৃষ্টিত, আর বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, জীব-জন্তু, কল্পনাসুন্দরীর সেই স্নিগ্ধ, কিরণমালী নয়ন-তর্পণ চন্দ্রাতপের অধোদেশে থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে ও উর্দ্ধনেত্রে তাহার বিরাট্ মহিমা দর্শন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে, কখনো পুলকিত, কখনো স্তম্ভিত, বিস্মিত, কখনো বা বিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃতির অতলতলে নিমগ্ন হইতেছে। কবির স্বর্গমর্ত্তব্যাপিনী কল্পনার মোহনময়প্রভাবে দর্শকগণের হৃদয়ও ক্রমে স্বর্গীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সে হৃদয় হইতে মর্ত্তের ভাবনা, মর্ত্তের সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল্পনা-কল্পনা দূর হইয়া যাইতেছে। মর্ত্তে থাকিয়া এবং মর্ত্তবাসী হইয়াও ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। এই প্রকারে, যখন দর্শকগণের হৃদয় স্বর্গের বিমলদীপ্তিতে দীপ্তিময়, সেই সময়ে, সেই নির্ম্মল-শান্ত হৃদয়ে, কবি, স্বীয় প্রভাব, আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছেন, মনের মত শিক্ষা-দীক্ষায়, ভাব-সম্পদে, সে হৃদয় শিক্ষিত, দীক্ষিত এবং সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। অনন্য-পরতন্ত্র দর্শক বুঝিতেছেন না, যে, তাঁহার সেই মর্ত্ত্য-হৃদয়, কবির অনুকম্পায় তখন স্বর্গ্য-হৃদয়ে পরিণত। তাই বলিতেছিলাম,—ইহা মহাকবির এক বিরাট্ দৃশ্য, অমর ভাস্কর-চূড়ামণির এক বিরাট্ চিত্রপট, এবং শক্তিমতী কল্পনাসুন্দরীর এক বিরাট্ ও প্রাঞ্জল মূর্ত্তি।

একবার রঘুবংশে, লঙ্কা-সমর-বিজয়ের পর রামসীতা যখন পুষ্পকারোহণে আকাশ-পথে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন কবি-কল্পনার এই প্রাঞ্জলমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। শত্রু-ক্ষয় হইয়াছে, দারাপহারী অজেয় রাবণের কুল নির্ম্মূল হইয়াছে, রামসীতার পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছে। অযোনিসম্ভবা সীতা—সাধ্বী, পতিব্রতা, আর তাঁহার রামও নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, দয়াময়,—উভয়ে এক হইয়া, একপ্রাণ হইয়া, মর্ত্তের শোভা দেখিতে দেখিতে, স্বর্গপথে নিজ রাজ্যের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহারা উর্দ্ধে, অনেক উর্দ্ধে,—আর পৃথিবী তাঁহাদের নিম্নে,—অনেক নিম্নে পড়িয়া আছে। সেই একবার দেখিয়াছিলাম, নিম্নে জড় জগৎ, আর উর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ, আর এই আর একবার দেখিলাম,—নিম্নে জড় জগৎ, এবং উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে চৈতন্যময় পুরুষ।

দেখিতে দেখিতে রথ অনেক দূরে আসিল। মর্ত্তের অস্পষ্ট ছায়া দুষ্মন্তের নয়ন-গোচর হইল। ধরণীপতি দুষ্মন্ত, সেই দূরবর্ত্তিনী, "ঈষৎপ্রতীয়মানাবয়বা" ধরণীর "উদার রমণীয়া" মূর্ত্তি মাতলিকে দেখাইলেন। নিমেষমধ্যে অদূরে, "কনক-রস-নিস্যন্দী" "পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাহী," "সান্ধ্যমেঘ-পরিঘবৎ" এক রক্তবর্ণ পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার নাম কি?" মাতলি কহিলেন, "আয়ুষ্মন্! ঐ পর্ব্বতের নাম হেমকূট, উহা কিম্পুরুষবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী। ঐ পর্ব্বত তপস্বিগণের প্রধান সিদ্ধিক্ষেত্র। ভগবান্ কশ্যপ দেবমাতা অদিতির সহিত ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন।" রাজা কহিলেন, "পূজ্যের পূজ্যব্যতিক্রম অবিধেয়, রথ স্থির কর, ভগবান্ ও ভগবতীকে প্রণাম করিয়া যাই।" রথ স্থির হইল। রাজা অবতীর্ণ হইয়া মাতলির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজা।— তেন হি অনতিক্রমণীযানি শ্রেযাংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি ॥ ১৭ ॥

মাতলিঃ।— প্রথমঃ কল্পঃ। (নাট্যেন অবতীর্ণৌ)। ॥ ১৮ ॥

রাজা।—(সবিস্ময়ম্)—উপোঢ-শব্দা ন রথাঙ্গ-নেমযঃ প্রবর্ত্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতল-স্পর্শতযা নিরুদ্ধতস্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥ ॥ ১৯ ॥

মাতলিঃ।— এতাবানেব শতক্রতোরাযুষ্মতশ্চ বিশেষঃ। ॥ ২০ ॥

রাজা।— মাতলে। কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ। ॥ ২১ ॥

মাতলিঃ।— (হস্তেন দর্শযন্)—
বল্মীকার্দ্ধ-নিমগ্ন মূর্ত্তিরুরসা সন্দষ্ট-সর্প-ত্বচা কণ্ঠে জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলযেনাত্যর্থ-সম্পীডিতঃ।
অংসব্যাপিশকুন্তনীডনিচিতং বিভ্রজ্জটা-মণ্ডলং যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—অভূতল-স্পর্শতয়া রথাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ-শব্দাঃ ন (ভবন্তি), রজঃ চ প্রবর্ত্তমানং ন দৃশ্যতে। নিরুদ্ধতঃ তব রথঃ অবতীর্ণঃ অপি ন লক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥

যত্র অসৌ বল্মীকার্দ্ধনিমগ্নমূর্ত্তিঃ সন্দষ্টসর্পত্বচা উরসা (উপলক্ষিতঃ) জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলয়েন কণ্ঠে অত্যর্থ-সম্পীড়িতঃ, অংসব্যাপিশকুন্তনীডনিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ, স্থাণুঃ ইব অচলঃ মুনিঃ অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা হ'লে এত বড় একটা শুভ সুযোগ উপেক্ষা করিতে নাই। চলুন, ভগবান্ কশ্যপকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই ॥ ১৭ ॥

মাতলি।—খুব ভালো প্রস্তাব, চলুন। (অবতরণের অভিনয়) ॥ ১৮ ॥

রাজা।—(সবিস্ময়ে) মাতলি! কি আশ্চর্য্য! তোমার রথ চলিতেছে, অথচ চাকার কোনরূপ শব্দ নাই, চাকার ঘর্ষণে বা অশ্বখুরের আঘাতে ধূলি দেখা যাইতেছে না, তুমি রথ থামাইলেও, ভূতলে স্পর্শ না হওয়ায়, থামিয়াছে বলিয়া বোঝাই যাইতেছে না ॥ ১৯ ॥

মাতলি। দেবরাজ ইন্দ্রের এবং আপনার রথের মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ ॥ ২০ ॥

রাজা।—মাতলি, কোন্ দিকে মারীচের আশ্রম? ॥ ২১ ॥

মাতলি।—(হাত দিয়া দেখাইয়া) রাজন্! ঐ যেখানে পত্র-পল্লব-বিহীন, শাখা-প্রশাখা-বিরহিত বৃক্ষবৎ নিশ্চল মুনি প্রখর সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আছেন, ঐ স্থানই হইল মারীচের আশ্রম। একবার ঐ তপস্বীর অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। সেই কত কাল যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তপস্যায় রত আছেন, তাই উইএর মাটির ঢিপিতে মূর্ত্তির অনেকটা একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। আর ঐ দেখুন, মাংসহীন বক্ষের উপর কত বড় সাপের খোলস জড়াইয়া রহিয়াছে, সাপে খোলস ছাড়িয়া গিয়াছে, জ্ঞান নাই, মুনি টেরও পান নাই, সাপও ভাবিয়াছে, উহা কোন একটা জড় পদার্থ। আর কণ্ঠদেশে বহুকালের কঠিন কঠিন লতায় কেমন গাঢভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, যেন শ্বাস ফেলিতেও বুঝি পারিতেছেন না। দুই স্কন্ধে আসিয়া জটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে কত পাখীতে কত নীড় বাঁধিয়াছে। কি কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাতেই ঐ মুনি ডুবিয়া আছেন, একটুও নড়াচড়া নাই, বা নড়িবার চড়িবার যো-ও নাই ॥ ২২ ॥

কালিদাস আর একবার 'পূর্ব্বাপর" অর্থাৎ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হিমাচলের বর্ণন করিয়াছেন। কুমার-সম্ভবের সে বর্ণনার তুলনা নাই। এখন আবার প্রসঙ্গান্তরে "পূর্ব্বাপরসমুদ্রাবগাহী" বলিয়া সেই হিমালয়েরই নামান্তরে খ্যাত অংশান্তরের কথা তুলিয়াছেন।—হিমালয়কে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। আর একটি বস্তুও তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের শোভা, এবং আকাশ হইতে ভূতলের শোভা, কতবার কত রকমে তিনি, তাঁহার প্রিয় পাঠক ও দর্শকদিগকে কতভাবে দেখাইয়াছেন। মেঘদূত, রঘুবংশ, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্যস্থলে, ভারতেশ্বরকে উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে উঠাইয়া তদীয় অধোবর্ত্তিনী সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধি প্রদর্শনের ছলে দর্শকবৃন্দকে অপরূপ দৃশ্য উপহার দিলেন। ইহা আচন্দ্র-দিবাকর অক্ষয় হইয়া রহিবে। আর সমস্ত পুস্তক বাদ দিলেও, এই এক শকুন্তলা নাটকে অথবা ইহার এই এক চতুর্থাঙ্কে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। সংস্কৃত-সাহিত্যে ইহা কৌস্তুভতুল্য, কোন দিন ম্লান হইবার নহে ॥ ১-১৮ ॥

রাজা।— নমস্তে কষ্ট-তপসে। ॥ ২৩ ॥

মাতলিঃ।—(সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) মহারাজ, এতৌ অদিতি-পরিবর্দ্ধিতমন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ। ॥ ২৪ ॥

রাজা।— স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্। অমৃতহ্রদমিব অবগাঢ়োঽস্মি। ॥ ২৫ ॥

মাতলিঃ।—(রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরতু আয়ুষ্মান্। ॥ ২৬ ॥

রাজা।— (অবতীর্য্য) মাতলে, ভবান্ কথমিদানীম্। ॥ ২৭ ॥

মাতলিঃ।— সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ। বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত আয়ুষ্মান্। (পরিক্রম্য) দৃশ্যন্তামত্রভবতাং ঋষীণাং তপোবন-ভূময়ঃ। ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ওহে কঠোরতপা ঋষি, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥

মাতলি।—(অশ্বের রাশ টানিয়া ধরিয়া) মহারাজ! এই আমরা প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। ঐ যে মন্দারবৃক্ষ-সকল দেখিতেছেন, দেবমাতা অদিতি স্বহস্তে উহাদিগকে আদর-যত্ন করিয়া অত বড় করিয়া তুলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রাজা।—এ যেন স্বর্গ হইতেও অধিকতর শান্তিময় স্থান। মনে হইতেছে, যেন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিতেছি ॥ ২৫ ॥

মাতলি।—(রথ থামাইয়া) এইবার নামুন দীর্ঘজীবিন্! ॥ ২৬ ॥

রাজা।— (রথ হইতে নামিয়া) মাতলি! তুমি কোথা থাকিবে? ॥ ২৭ ॥

মাতলি।—রথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমিও নামিতেছি। আপনি এই দিকে আসুন। (একটু এগিয়ে) মহারাজ! জগৎপূজ্য ঋষিদিগের তপোবন-ভূমির অনির্ব্বচনীয় শোভা একবার নিরীক্ষণ করুন ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দুষ্যন্ত অবতরণপূর্ব্বক, যতই চারিদিকে চাহিতেছেন, ততই অপার বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। যে রথে আসিলেন, তাহা এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর, যে স্থানে আসিলেন, তাহা এক অদ্ভুত বিস্ময়কর,—যে পথ দিয়া আসিলেন, তাহার আদ্যন্তই বিস্ময়পূর্ণ; চারিদিক দিয়া নানারূপ,—কল্পনারও অগম্য বিস্ময়রাশি আসিয়া রাজাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি মর্ত্তের রাজা, মর্ত্তেও বিস্ময় আছে বটে, কিন্তু তাহা সসীম। আর এই স্থান—মর্ত্তের অনেক ঊর্দ্ধে, অনেক উচ্চে,—অসীমের অনন্ত মহিমায় মহত্তম; এ স্থানের বিস্ময়ও অসীম। স-সীম ধরণীর অধিপতি তাই এই অসীমের রাজত্বে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রথ চলিতেছে, কিন্তু শব্দ নাই; চাকা ঘুরিতেছে, কিন্তু মাটিতে লাগিতেছে না; ঘোড়া ছুটিতেছে, কিন্তু ধূলি উড়িতেছে না। এ কি স্বপ্ন! এ সব কি করিয়া সম্ভব হয়? স্থান-মাহাত্ম্যে সারল্য-রস-বিধৌত-হৃদয় দুষ্যন্ত মাতলিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতলিও এক কথায় রাজার সন্দেহ নিরাস করিলেন। "আর কতদূর" রাজার এই প্রশ্নে মাতলি যখন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রাজাকে দেখাইলেন যে, ঐ মারীচাশ্রম, তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাজা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এরূপ স্থান, এরূপ ব্যাপার ত তিনি জীবনেও দেখেন নাই। মর্ত্তের রাজা তিনি স্বর্গের রাজার অমরাবতী দেখিয়াছেন, নন্দনবন দেখিয়াছেন, মর্ত্তস্থিত হইয়াও স্বর্গবৎ সুখ-শান্তিময় মালিনীতটের তপোবন দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন মনোহর স্থান ত আর চোখে পড়ে নাই, এমন নির্বৃতিময় স্থান ত আর দেখেন নাই। এ যে স্বর্গ হইতেও মনোহরতর, শান্তিময়তর। তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিতেছেন। যে হ্রদে অবগাহন করিলে, মর অমর হয়, দানব দেবতা হয়, ক্ষয়শীল অক্ষয়তা লাভ করে, যেন তেমনই কোনো অমৃত-হ্রদে তিনি ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দেহ-মনঃ-প্রাণ কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল। মাতলি রাজাকে কঠোরতপস্যামগ্ন ঋষিদিগের তপোবন-ভূমি দেখাইলেন। রাজা অনিমেষ-নয়নে ও বিস্ময়বিহ্বলহৃদয়ে দেখিলেন;—দেখিলেন,—শ্রেণীবদ্ধভাবে কল্পপাদপরাজি দণ্ডায়মান, কাহারো কোন অভিলাষই তাহারা অপূর্ণ রাখে না, অভিলাষ উদিত হইতেই যতটুকু বিলম্ব, পূরিত হইতে বিলম্ব হয় না; তবুও তাহাদের নিম্নে বসিয়া, কৃচ্ছ্রতপাঃ ঋষিগণ অনিলাশনে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কাঞ্চন-পদ্ম-পরাগ-বাসিত সলিলে স্নানাদি এবং রত্নশিলাতলে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদি করিতেছেন, স্থিরযৌবনা অপ্সরোমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী থাকিয়াও অভেদ্য সংযম-কবচে দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখিলেন, অপরাপর মুনিগণ, যাদৃশ নির্বৃতিময়, সুখশান্তিময়, পবিত্র [illegible]

রাজা।— নন্বু বিস্ময়াদবলোকয়ামি—

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্ম-রেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সৎ-কল্প-বৃক্ষে বনে উচিতা প্রাণানাং বৃত্তিঃ অনিলেন (সম্পাদ্যতে)। কাঞ্চন-পদ্ম-রেণু-কপিশে তোয়ে পুণ্যা অভিষেক-ক্রিয়া (সম্পাদ্যতে)। রত্ন-শিলা-তলেষু ধ্যানং (সম্পাদ্যতে)। বিবুধস্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমঃ (সম্পাদ্যতে)। অন্য-মুনয়ঃ তপোভিঃ যদ্ কাঙ্ক্ষন্তি, অমী (মুনয়ঃ) তস্মিন্ তপস্যন্তি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আমি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, এ কি? অন্যান্য মুনি-ঋষিরা যেরূপ স্থান লাভ করিবার জন্য প্রাণ-পাতিনী তপস্যা করেন, ইঁহারা দেখিতেছি, তাদৃশ স্বপ্নেরও অগোচর স্পৃহণীয়তম স্থানে থাকিয়াও তপস্যা করিতেছেন। ইহার চেয়ে স্পৃহণীয় আর কি থাকিতে পারে? মাতলি। কল্পতরুর বনে থাকিয়াও

ইঁহারা কেবল বায়ু-ভক্ষণের দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছেন, নতুবা এ বনে যিনি যাহা চান, তিনি ত তাহাই পাইতে পারেন। ঐ দেখুন, বাপীদীর্ঘিকার জলে কত সোনার পদ্ম বিকশিত এবং তাহার পরাগে জল কেমন পিঙ্গলবর্ণ, আর ঐ জলেই উঁহারা স্নানাহ্নিক প্রভৃতি করিয়া থাকেন। মণিশিলার উপর বসিয়া ইঁহারা সমাধিতে মগ্ন হন, আর অপ্সরামণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়-সমূহের নিগ্রহ করেন। জন্ম-জন্মান্তরের কত কঠোর তপস্যার ফলে, হয় ত কেহ এতাদৃশ মনোহর স্থানে কদাচিৎ আসিতে পারেন, আর ইঁহারা এই স্থানের অধিবাসী হইয়াও, কি কামনায় পুনরায় তপস্যা করিতেছেন? ॥ ২৯ ॥

স্থান তিলেকের জন্য লাভ করিবার বাসনায়, অনন্ত কাল যাবৎ, কত কঠোর তপস্যায় শরীরপাত করেন, তাদৃশ স্থানে থাকিয়াও এই সকল ঋষি তপস্যায় রত। "কেনাপি কামেন তপশ্চচার।" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভোগের যাবতীয় উপাদান অযাচিতভাবে উপনত থাকিলেও এই স্থান ভোগ-সুখ-পরাঙ্মুখ মহাপ্রাণ মহাজনে অলঙ্কৃত, সমৃদ্ধ। চরিত্রের দৃঢ়তায় এখানকার অধিবাসীরা অতুলনীয়। এখানে বিলাসের নাম-গন্ধও নাই, অথচ বিলাসের সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান। ভোগভূমির অধিবাসী তিনি, ভোগ-বিমুখ এই মহাত্মাদিগের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইলেন। মানব-জীবন ধন্য মনে করিলেন। বিস্ময়বিমূঢ় নৃপতিকে ইন্দ্র-সারথি বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষ যাহারা, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর-প্রবির্দ্ধিনী, ক্রমবিসারিণী, সে আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। রাজা বুঝিলেন যে, তিনি কত ক্ষুদ্র, আর এই স্থানের অধিবাসীরা কত মহান্। সেই মর্ত্তে, মালিনীতটে এক দিন কণ্বাশ্রম দেখিয়াছিলেন, গ্রীষ্মের বনতোষিণী দেখিয়াছিলেন, অথবা শুধু বনতোষিণী কেন, তথায় যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সে সমস্তই নশ্বর, মরণধর্ম্মা, আর এখানে যাহা যাহা দেখিলেন, সে সমস্তই অবিনশ্বর, অমর। সেখানকার সবই ক্ষুদ্র, স-সীম, আর এখানকার সমস্তই বিরাট্, অসীম, মাহাত্ম্যে অনন্য-সামান্য। রাজার হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় নিরাবিল শান্তির রসে আপ্লুত হইল। তিনি এক মহান্ আবেশময় ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন।

মাতলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—ভগবান্ কশ্যপ, মহর্ষিপত্নীগণ-পরিবেষ্টিতা দাক্ষায়ণীকে পতিব্রতাধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। রাজা শুনিলেন,—এবং বুঝিলেন যে, পতিব্রতার মাহাত্ম্য কি অদ্ভুত। স্বয়ং দেবমাতা অদিতিও পতিব্রতা-ধর্ম্ম শুশ্রূষু, আর দেবপিতা ভগবান্ মারীচ সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা। এই স্বর্গাধিক পবিত্রতর আশ্রমেও পাতিব্রত্যের এত আদর, এত পূজা। রাজার মনে হইল, পতিব্রতা কামিনী ধন্যা, স্বর্গমর্ত্তরসাতলেরও পূজনীয়া। ক্রমে এক অশোকবৃক্ষের মূলে রাজা দাঁড়াইলেন, আর মাতলি ভগবান্ মারীচের সন্দর্শন-লাভের শুভ অবসর খুঁজিতে গেলেন।

বহুকাল পূর্ব্বে, মর্ত্তে সেই কণ্বাশ্রমে একদিন এমনইভাবে একাকী এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া রাজা শকুন্তলার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তার পর কত কি হইয়া গিয়াছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার সুখদুঃখময় জীবনের কত স্বপ্ন অতীত হইয়াছে। আজ কোথায় সেই শকুন্তলা। সেই বনতোষিণী, সেই সপ্তপর্ণবেদিকা, সেই মালিনী-সৈকতের নিভৃত লতাকুঞ্জ,—জীবনের সে সোনার স্বপন আর আসিবে না। আজ কোথায় সেই সব! রাজা "সেই

মাতলিঃ।— উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) অয়ে বৃদ্ধশাকল্য! কিমনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ। কিং ব্রবীষি?—দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতাধর্ম্মমধিকৃত্য পৃষ্টস্তস্যৈ মহর্ষি-পত্নী-সহিতায়ৈ কথয়তীতি। ॥ ৩০ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে প্রতিপাল্যাবসরঃ প্রস্তাবঃ। ॥ ৩১ ॥

মাতলিঃ।— (রাজানম্ অবলোক্য) অস্মিন্ অশোকবৃক্ষমূলে তাবৎ আস্তাম্ আয়ুষ্মান্, যাবৎ ত্বামিন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুমন্তরান্বেষী ভবামি। ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ—মাতলি।—মহারাজ! যাঁহারা মহান্, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর উর্দ্ধগামিনী হয়। তাঁহারা আরও বড় হইতে চান। (একটু এগিয়ে শূন্যে লক্ষ্য করিয়া) ওহে বৃদ্ধ শালক্য! (মারীচের পরিচারক) ভগবান্ মারীচ কি করিতেছেন? কি বলিলে? তৎপত্নী দেবমাতা দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক পতিব্রতার ধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাকে সেই বিবরণ কহিতেছেন, আর অন্যান্য অনেক মহর্ষিপত্নী-বেষ্টিত হইয়া দেবমাতা তাহা শুনিতেছেন? ॥ ৩০ ॥

রাজা।—(কাণ দিয়া) এরূপ প্রসঙ্গে বাধা দেওয়া ঠিক নহে। একটু দেরী করা যাক্ ॥ ৩১ ॥

মাতলি।—দীর্ঘজীবিন্! আপনি একটু এই অশোকতরুর মূলে দাঁড়ান, আমি ততক্ষণ গিয়া,ইন্দ্রের পিতার নিকট আপনার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিবার সুযোগ খুঁজি ॥৩২॥

একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন, আর আজ আবার, ঠিক তেমনভাবে একাকী এক আশ্রমপাদপের মূলে দাঁড়াইয়াছেন! তবে তখন ছিলেন তিনি অনাহত-হৃদয়, আর আজ তাঁহার হৃদয় দুঃখময় সংসারের নিষ্পীড়নে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাজা চারিদিকে চাহিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয়ে যেন কেমন একটা পুরাতনী ছায়া আসিতেছে, সরিতেছে, ডুবিতেছে। রাজা ভাল করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না, উদ্ভ্রান্তভাবে একাকী দাঁড়াইয়াই আছেন। এমন সময়ে হঠাৎ আবার সেই দুষ্ট দক্ষিণ বাহু কাঁপিয়া উঠিল। সেই যখন কণ্ব-তপোবনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখনও এই বাহু, এমনইভাবে কম্পিত হইয়াছিল! রাজার হৃদয়ে নিমেষমধ্যে যেন একটা তড়িৎ খেলিয়া গেল। সে তড়িদ্-বিলাসে, তিনি প্রথমে চকিত, পরে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ভগ্ন-হৃদয়ে কহিলেন, "বাহু, আর কেন? কি পূর্ণ করিবে তুমি? যাহার অভিলাষ ছিল, তাহাকে ত হারাইয়াছি। তবে আর বৃথা কাঁপিতেছ কেন?" রাজা এইভাবে যখন সেই প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া কম্পমান বাহুকে তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অন্তরাল হইতে কে যেন বিরক্তি-কর্কশ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! চপলতা করিও না, ইহারই মধ্যে আপন স্বভাব পাইয়া বসিলে?" রাজা অবাক্ হইলেন! কে চপলতা করে? কে আপন স্বভাব পাইয়া বসিল? কে কাহাকে শাসন করিতেছে? ইহা ত শান্ত আশ্রম, এ স্থানে ত কাহারও প্রকৃতি চপল হইতে পারে না, তবে কে কাহাকে এমন কথা কহিল?—ইত্যাকার নানা চিন্তায় রাজা একান্ত উন্মনা হইলেন।

দুষ্যন্ত! তুমি পৃথিবীর রাজা, জ্ঞানবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি বহু পুণ্যফলে আজ জগতের আদিজনক-জননীর পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত। তোমার বাহু স্পন্দিত হইল, তাহাতে অত বিস্মিত হও কেন? চাপল্য-প্রযুক্ত বাহুকে দোষারোপ করিতেছ কেন? প্রকৃতির নিয়মে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে কটাক্ষ কেন? স্বর্গে আসিয়াছ, মর্ত্তের রীতিনীতি, সুখদুঃখ ভুলিয়া যাও, মর্ত্তের কথা চিত্ত হইতে দূর কর। আসিতে-না-আসিতেই মর্ত্তের প্রকৃতি পাইয়া বসিলে কেন?—এইভাবে যেন অন্তরালের ঐ বাক্যধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল।

দর্শকগণ চমকিয়া উঠিলেন। দক্ষিণ বাহু-কম্পনের ফলাফল তাঁহাদের খুব ভালোই জানা আছে, এই নাটকেরই প্রথমাঙ্কে রাজার বাহু একবার কাঁপিয়াছিল, আর এখন আর একবার কাঁপিল এই শেষ অঙ্কে।—কম্পনে নাটকের প্রারম্ভ, কম্পনে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন, পরে যখন কম্পন ছিল না, দুর্ব্বাসার শাপে সব অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল,—তখন উভয়ের ছাড়া-ছাড়ি, আর আজ আবার কম্পন,—না জানি ইহারই বা ফল কত মধুময় হইবে,—এ চিন্তাও ক্বচিৎ,—চিন্তাশীল দর্শকের হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার, রাজার নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিলাপে 'কেন বৃথা কাঁপিতেছ'—কথায় আবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের সেই আশা-মরীচিকা কোথায় লুকাইল!

মালিনীতটে, পরমতপাঃ কশ্যপবংশীয় কণ্বের আশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা শুনিয়াছিলেন, "হলা হলা সহীয়ো", সেই হইল শকুন্তলার প্রথম কণ্ঠধ্বনি, তখন তাহা বীণাধ্বনির ন্যায় অন্তরালবর্ত্তী দুষ্যন্তের কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

রাজা।— যথা ভবান্ মন্যতে (স্থিতঃ)। ॥ ৩৩ ॥

মাতলিঃ।—আয়ুষ্মন্। সাধয়াম্যহম্। (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা)—মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ত্ততে॥ ॥ ৩৫ ॥

(নেপথ্যে)—মা খু চাপলং করেহ। কহং গদো এব্ব অত্তণো পইদিং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—রাজা। হি (যতঃ) পূর্ব্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ (পূর্ব্বম্ উপেক্ষিতং সুখং) দুঃখং (সৎ) পরিবর্ত্ততে (দুঃখরূপেণ পরিণমতি), (অতঃ) মনোরথায় (অহম্) ন আশংসে, (ন প্রার্থয়ে)। কিং বৃথা স্পন্দসে (কম্পসে ?) ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা খলু চাপলং কুরু, কথং গত এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—যেমন আপনার ইচ্ছা। (দাঁড়াইলেন) ॥ ৩৩ ॥

মাতলি।—আয়ুষ্মন্! চল্লুম। (প্রস্থান) ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(বাহুকম্পন লক্ষ্য করিয়া) বাহু! কেন বৃথা কাঁপিতেছ ? তোমার কম্পনের যে ফল, তাহার কোনো সম্ভাবনা আমার ভাগ্যে আর নাই, সে প্রার্থনা চিরদিনের মত সারা হইয়া গিয়াছে। কেন না, পূর্ব্বে উপনত সুখকে যে উপেক্ষা করে, সেই সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া সেই হতভাগ্যের সমক্ষে উপস্থিত হয়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে তাহার পরিণাম দুঃখ, দুঃখ, অনন্ত দুঃখ ॥ ৩৫ ॥

(অন্তরাল হইতে হঠাৎ)

ছিঃ! চপলতা ক'রো না। এখানেও নিজের স্বভাব পেয়ে বস্‌লে! ॥ ৩৬ ॥

বাহুকম্পনের ফল, হাতে হাতে পাইয়াছিলেন। আর আজও সেই কশ্যপ-বংশীয় কণ্বের ঊর্দ্ধতন মূলপুরুষ কশ্যপের আশ্রমে বাহুস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলেন, 'মা খলু চাপলং কুরু,' চপলতা করিও না। ইহাও শকুন্তলা-পুত্রের প্রথম পরিচয়ধ্বনি। সেবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ, এবারেও প্রথমে রমণীর কণ্ঠ। তবে প্রভেদ এই, সেবারের সে স্বর মধুর হইতেও মধুরতর, আর এবার এ স্বর অতি কঠোর, রমণীর কণ্ঠস্বর হইয়াও তীব্রতায় পরিপূর্ণ। আরও একটু প্রভেদ আছে। সেবারকার সে মধুর স্বরলহরী স্বয়ং শকুন্তলার, আর এবারকার এ কর্কশধ্বনি শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, শকুন্তলার বা শকুন্তলার পরিচারিকারও নহে, তাহার পুত্রের দাসীর। ভারতেশ্বরকে এত বড় তাড়া, 'ছি! ছাড়ো তোমার কদভ্যাস' বলিয়া এত বড় ধমক ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর কেহ কখনো দেয় নাই, দিতে পারেও নাই। সেবার প্রথমোদ্যমেই শকুন্তলা-সন্দর্শন, আর এবার, প্রথম শকুন্তলা-তনয়ের পরিচারিকার, পরে শকুন্তলা-তনয়ের, তার পর, অনেক দূরে, শকুন্তলার পুনঃসন্দর্শন-লাভ। সেবার সাক্ষাৎকার মর্ত্তে কশ্যপ-বংশীয় কণ্বের আশ্রমে, আর এবার সাক্ষাৎকার স্বর্গাধিক পবিত্রতর ও শান্তিময়তর, স্বয়ং কশ্যপ-মারীচের আশ্রমে। মহর্ষি কণ্ব কশ্যপের অর্থাৎ মারীচের সগোত্র, অধস্তন পুরুষ। সেবার যে বংশের অধস্তন পুরুষের আশ্রমে শকুন্তলা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, এবার সেই বংশের আদি ও প্রধান পুরুষের আশ্রমে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে। দুইবারেই আশ্রম বটে। তবে উভয়ে অনেক প্রভেদ। সে আশ্রমের শকুন্তলা নিজে রাজার কাছে গিয়াছিলেন, রাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আর এবার এ আশ্রমে শকুন্তলাকে, পায়ে পড়িয়া, ক্ষমা ভিক্ষা মাগিয়া, সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য রাজা আসিয়াছেন। প্রত্যাখ্যানের স্থান মর্ত্ত, মিলনের স্থান স্বর্গ। সতীর সন্দর্শন করিতে হইলে, সতী-হৃদয়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, স্বর্গীয় ভাব-সম্পদে আপন হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে হয়, নতুবা, সতীর প্রকৃত স্বরূপ, যথাযথ মূর্ত্তি উপলব্ধি করা যায় না। মর্ত্তের বিষয়-বাসনা-জটিল এবং লালসার তীব্র হলাহল-কুটিল নয়ন সতী-দর্শনের অযোগ্য। লালসা-বিরহরূপ দিব্য অঞ্জনে যে নয়ন সুরঞ্জিত নহে, তাহার সতীসন্দর্শনের যোগ্যতা নাই। যাহারা সৌভাগ্যক্রমে সতী-হৃদয়-দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহারা মর্ত্তবাসী হইয়াও অমরদুর্ল্লভ শুভাদৃষ্ট-সম্পদে সম্পন্ন। তাঁহারা ধন্য, কৃত-কৃতার্থ। রাজা দুষ্যন্ত মারীচাশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক মহত্ত্ব পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছেন, এখন তাহার আন্তর সৌন্দর্য্যও দর্শন করিলেন। সেখানকার চেতন অচেতন—সমস্তই মহৎ, পবিত্র, সেখানকার কথাবার্ত্তা, আলাপ-আপ্যায়ন সমস্তই নিষ্কলুষ, যাহা নীচ, ঘৃণিত, পঙ্কিল, তেমন কোনো বস্তু বা ভাব তথায় নাই, থাকিতে পারে না, এ সংসার ক্রমেই তাঁহার হৃদয়পটে স্থায়িভাবে আলিখিত হইল। সেখানকার পুরুষ যাঁহারা, পরমানন্দ চিন্ময়ের সাযুজ্যলাভে তাঁহারা ধন্য, জীবন্মুক্ত, সেখানকার রমণীরূপিণী দেবী যাঁহারা, পাতিব্রত্যের অক্ষয় কবচে তাঁহারা আবৃত, হৃদয় তাঁহাদের

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অভূমিরিয়মবিনয়স্য। কো নু খল্বেষ নিষিধ্যতে। (শব্দানুসারেণ অবলোক্য সবিস্ময়ম্) অয়ে! কো নু খলু অয়ম্ অনুবধ্যমানস্তপস্বিনীভ্যাম্ আবাল-সত্ত্বো বালঃ—

অর্দ্ধ-পীত-স্তনং মাতুরামর্দ্দক্লিষ্ট-কেশরম্ ।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ॥ ৩৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্ট-কর্ম্মা তপস্বিনীভ্যাং বালঃ)

বালঃ।— জিম্ভ সিংহ, দন্তাইং দে গণইস্সং। ॥ ৩৮ ॥

প্রথমা।— অবিণীদ কিং ণো অবচ্চ নিব্বিসেসাণি সত্তাণি বিপ্পঅরেসি। হন্ত বড্‌ঢই দে সংরম্ভো। ঠাণে কৃখু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদ-ণামহেওসি। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— কিং নু খলু বালেঽস্মিন্ ঔরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। নূনম্ অনপত্যতা মাং বৎসলয়তি ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়া।— এষা কৃখু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেই জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চেসি। ॥ ৪১ ॥

বালঃ।— (সস্মিতম্) অহ্মহে বলিঅং কৃখু ভীদো। (অধরং দর্শয়তি) ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—(অয়ং বালঃ) মাতুঃ অর্দ্ধপীত-স্তনং আমর্দ্দ-ক্লিষ্ট-কেশরং সিংহশিশুং প্রক্রীড়িতুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ৩৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জৃম্ভস্ব সিংহ! দন্তান্ তে গণয়িষ্যামি ॥ ৩৮ ॥

অবিনীত! কিং নঃ অপত্যনির্ব্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত বর্দ্ধতে তে সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্ব্বদমনঃ ইতি কৃত-নামধেয়ঃ অসি ॥ ৩৯ ॥

এষা খলু কেশরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়তি, যদি এতস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি ॥ ৪১ ॥

অস্মহে বলীয়ং খলু ভীতঃ অস্মি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(কাণ পাতিয়া শুনিয়া) কাহাকে এ ভাবে নিষেধ করা হইতেছে? (শব্দানুসারে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যুবকের ন্যায় বলশালী এ বালকটি কে? দুই দুই জন তাপসীও ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দুর্দ্ধর্ষ সিংহের শাবক তাহার মাতার স্তন্য-পান করিতেছিল, আর ঐ বালক দেখিতেছি, শাবকের কচি কচি জটগুলি টানিয়া, খেলা করিবার জন্য সবলে উহাকে আকর্ষণ করিতেছে! কি অদ্ভুত বালক! কে এ? ॥ ৩৭ ॥

(পূর্ব্বোক্তরূপে সিংহ-শাবক আকর্ষণকারী বালক ও দুইটি তাপসীর প্রবেশ)

বালক।—সিংহ, হাই তোল ত, তোর দাঁতগুলি গুণিয়া দেখি ॥ ৩৮ ॥

প্রথমা।—অসভ্য শিশু, কেন আমাদের সন্তান-তুল্য জন্তুগুলিকে জ্বালাতন কচ্ছো? বটে! আমার কথায় আবার রাগ আরও বাড়ালো দেখ্‌ছি। ঋষিরা যে তোমার সর্ব্বদমন নাম রেখেছেন, তা, দেখছি, ঠিকই হয়েছে, নামটা বর্ণে বর্ণে ফলেছে ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—এ কি? এই বালককে দেখা অবধি ইহার উপর পুত্র-স্নেহ জন্মিতেছে কেন? আমি নিঃসন্তান, তাই বোধ হয় ইহাকে দেখিয়া মন বিগলিত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়া।—শোনো সর্ব্বদমন! এই সিংহীর পুত্রকে যদি না ছাড়ো, তবে এ তোমাকে গিয়ে এখনি ধরবে ॥ ৪১ ॥

বালক।—(হাসিয়া) ও বাবা! আমার বড্ড ভয় কচ্ছে। (ব'লেই অধর প্রদর্শন) ॥ ৪২ ॥

চিদানন্দময়। দুষ্যন্ত—মর্ত্তবাসী দুষ্যন্ত এইরূপ সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া সেই অশোকপাদপমূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর ঐ আকস্মিক নারী-কণ্ঠধ্বনি, "চপলতা ছাড়ো"—শাসনবাক্য তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে নিরন্তর বাজিতে লাগিল।

প্রথমাঙ্কের "কুতঃ ফলমিহাস্য"র পর "ইদো ইদো সহীয়ো"র ন্যায় এই সপ্তমাঙ্কেও কালিদাস "কিং বাহো, স্পন্দসে মুধা"র পর "মা কৃখু চাপলং করহ" এই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত "পতাকস্থানকের" বিন্যাস পূর্ব্বক, কাব্যের এই অংশটা একেবারে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। রসিক, ভাবগ্রাহী সহৃদয় সামাজিক এই কবি-কৌশলের চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন ॥ ২৫-৩৬ ॥

রাজা।— মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে। স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রথমা।— বচ্ছ! এদং বালমইন্দঅং মুঞ্চস্থ, অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং। ॥ ৪৪ ॥

বালঃ।— কহিং দেহু ণং (হস্তং প্রসারয়তি)। ॥ ৪৫ ॥

রাজা।— কথং চক্রবর্ত্তি-লক্ষণমপ্যনেন ধার্য্যতে? তথাহি অস্য—

প্রলোভ্য-বস্তু-প্রণয়-প্রসারিতো বিভাতি জাল-গ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্য-পত্রান্তরমিদ্ধ-রাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈক-পঙ্কজম্ ॥ ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়া।— সুব্বদে! ণ সক্কো এসো বাআমেত্তেণ বিরমাবেদুং। গচ্ছস্থ তুমং মমকেরএ উডএ মক্কণ্ডেঅস্স ইসিকুমারঅস্স বণ্ণচিত্তিও মিত্তিআমোরও চিট্ঠই, তং সে উবহরস্থ। ॥ ৪৭ ॥

প্রথমা।— তহ। (নিষ্ক্রান্তা) ॥ ৪৮ ॥

বালঃ।— ইমিণা এব্ব দাব কীলিস্সং। (তাপসীং বিলোক্য হসতি)। ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—মহতঃ তেজসঃ বীজম্ অয়ং বালঃ স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া স্থিতঃ এধাপেক্ষঃ বহ্নিঃ ইব মে প্রতিভাতি ॥ ৪৩ ॥

প্রলোভ্য-বস্তু-প্রণয়-প্রসারিতঃ জাল-গ্রথিতাঙ্গুলিঃ অস্য করঃ ইদ্ধ-রাগয়া নবোষসা ভিন্নম্ এক-পঙ্কজম্ ইব বিভাতি ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বৎস! এনং বালমৃগেন্দ্রং মুঞ্চ, অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি ॥ ৪৪ ॥

কুত্র? দেহি এতৎ ॥ ৪৫ ॥

সুব্রতে! ন শক্যঃ এষ বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। গচ্ছ ত্বং মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারকস্য বর্ণ-চিত্রিতঃ মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি। তম্ অস্য উপহর ॥ ৪৭ ॥

তথা ॥ ৪৮ ॥

অনেন তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—কি ভয়ানক বালক! একটা স্ফুলিঙ্গ যেন কাষ্ঠের অপেক্ষায় রহিয়াছে, যেমন কাষ্ঠখণ্ড পাইবে, অমনিই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, এখন শিশুকাল, তাই এখনও এই ভাবে আছে, যখন যৌবন আসিবে, দুর্দ্দমনীয় তেজে তখন শিশু জগতের অসহ্য হইয়া উঠিবে, আমার মনে হয়, এই বালকে অপ্রমিত প্রভাব লুকাইয়া আছে, সময় আসিলেই জ্বলিয়া উঠিবে ॥ ৪৩ ॥

প্রথমা।—বৎস! এই সিংহ-শিশুটিকে ছাড়ো, তোমাকে অন্য খেল্না দেবো ॥ ৪৪ ॥

বালক।—কৈ? আগে দাও। (হস্ত প্রসারণ) ॥ ৪৫ ॥

রাজা।—এ কি! এই শিশুর হাতে, দেখিতে পাইতেছি, চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ রহিয়াছে। কেন না, লোভনীয় খেলনার আকাঙ্ক্ষায় হাতখানি যেমন বাড়াইয়াছে, আর অমনি তাহাতে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আঙ্গুলগুলি কেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, অতিপ্রত্যূষে যেন একটি পদ্ম ফোট-ফোট হইয়াছে, ঊষার অরুণিমায় স্ফুটনোন্মুখ কোমল কোরকও লাল হইয়া উঠিয়াছে, এখনও পাপ্ড়িগুলি ভালো করিয়া খোলে নাই, তবুও শোভায় ভরিয়া গিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে! শুধু কথায় ইহাকে থামানো যাবে না, তুমি আমার কুটীরে একবার যাও, গিয়া দেখ, ঋষি-কুমার মার্কণ্ডেয়ের শুক্ল-পীতাদি নানা বর্ণে চিত্রিত একটি মাটির ময়ূর আছে, তাহা এনে একে দাও ॥ ৪৭ ॥

প্রথমা।—আচ্ছা। (প্রস্থান) ॥ ৪৮ ॥

বালক।—যতক্ষণ সেইটা না পাই, ততক্ষণ এই সিংহ-শিশুকে নিয়াই খেলি। (বলিয়া তাপসীদের দিকে চেয়ে হাস্য) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য।—সেবারেও (প্রথমাঙ্ক ৪৪) 'ইদো ইদো সহীয়ো' শুনিয়া সেই শব্দের অনুসরণে রাজা অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবারেও 'মা বৃথা চাপলং কুরু' (৩০) শব্দানুসরণে অগ্রসর হইয়া রাজা দেখিলেন,—এক সিংহ-শাবকের সহিত বিমর্দ্দনরত একটি বলিষ্ঠ বালক। মিলনের পথ চিরদিনই এক প্রকার, সনাতন, তবে পথিকের পাদ-বিন্যাস-কৌশলে সে পথের সুগম-দুর্গমতার ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে।

রাজা।— স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায় অস্মৈ—

আলক্ষ্য-দন্ত-মুকুলাননিমিত্ত-হাসৈরব্যক্ত-বর্ণ-রমণীয়-বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি॥ ॥ ৫০ ॥

তাপসী।— হোউ। ণ মং অঅং গণেই (পার্শ্বমবলোকয়তি)। কো এত্থ ইসিকুমারাণং। (রাজানমবলোক্য) ভদ্দমুহ এস্থ দাব মোচেসু ইমিণা দুম্মোঅহত্থগ্গহেণ ডিম্ভলীলাএ বাহীঅমাণং বালমইন্দঅং। ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—ধন্যাঃ অনিমিত্ত-হাসৈঃ আলক্ষ্য-দন্তমুকুলান্ অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনঃ তনয়ান্ বহন্তঃ (ক্রোড়ে দধতঃ) তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি (ধূসরদেহাঃ ভবন্তি)॥ ৫০॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভবতু। ন মাম্ অয়ং গণয়তি। কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্। ভদ্রমুখ! এহি তাবৎ, মোচয় অনেন দুর্মোচহস্তগ্রহেণ ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রম্॥ ৫১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আহা! এই দুরন্ত ছেলেটিকে আমার বড়ই ভালো লাগছে। বিনা কারণে যখন ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠছে, তখন কচি কচি ফুলের কুঁড়ির মতন দাঁতগুলি ঈষৎ দেখা যাচ্ছে, একে আধো আধো কথা, তাতে অস্ফুট উচ্চারণ, শুনিতে কি মধুর, কাণ জুড়াইয়া যায়, কোলে আসবার জন্য কত উৎসুক, সমস্ত গায়ে ধূলি, শিশুর সবটুকুই মধুর, কত তপস্যা থাক্‌লে এমন সকল শিশুকে কোলে করা যায়, কত পুণ্য থাক্‌লে এমন সকল শিশুর গায়ের ধূলিতে নিজের দেহ ধূসর করা যায়॥ ৫০॥

তাপসী।—আচ্ছা, এ দুরন্ত শিশু, দেখছি, আমাকে মান্‌ছেই না। (পাশের দিকে চেয়ে) ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ গো! (রাজাকে দেখিয়া) হে মহাশয়! একবার এই দিকে আসুন ত, এই নাছোড়বান্দা শিশুর হাত থেকে সিংহ-শাবকটিকে বাঁচান মহাশয়, আমরা ছাড়াতে পার্‌ছি না। এর ছেলেখেলায় সিংহ-শিশুটি মারা যেতে বসেছে॥ ৫১॥

শিশুদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই লৌহবৎ দুষ্যন্তহৃদয় চুম্বকের আকর্ষণে টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী তিনি, জ্ঞানবলে চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। শিশুকে দেখিয়াই মনে কেমন একটা অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে,—হৃদয় যেন সৌরকরস্পর্শে তুষাররাশির ন্যায় বিগলিত হইয়া আসিতেছে, আর রাজাও ক্রমে দৃঢ়, দৃঢ়তর, দৃঢ়তম হইতে প্রয়াস পাইতেছেন। দুর্ব্বলতাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। 'অপুত্রক আমি, তাই একে দেখে এমন ঠেকিতেছে নিশ্চয়;'—ভাবিয়া হৃদয়কে প্রবোধ দিতেছেন। কিন্তু স্নেহের ধর্ম্ম এড়ায় কাহার সাধ্য। দেবতাও পারেন না, রাজা ত কোন্ ছার। রাজা ক্রমেই নরম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিশুর এক একটা শিশুত্ব-সুলভ ক্রিয়ায় রাজার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন প্রথমে শকুন্তলার সন্দর্শনে মজিয়াছিলেন, তখনও ঠিক এই প্রকার, তাহার এক একটা ক্রিয়ায় রাজা ক্রমেই তর্ তর্ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, এখনও বালকের এক একটা ক্রিয়ায় রাজা অতর্কিতে ছুটিয়া চলিলেন।

অন্য খেলনা লইবার জন্য বালক হাতখানা যেমন বাড়াইয়া দিল, অমনি রাজাও দেখিয়া লইলেন যে, সে হাতে রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ অঙ্কিত। এত বড় ভাগ্যবান্ শিশুর যে পিতা, সে যে কত বড় ভাগ্যবত্তর, তাহা ভাবিয়া দুষ্যন্ত যেন একটু বিমনায়মান হইলেন। অপুত্রক তিনি, যদি আজ শকুন্তলা থাকিত, তবে এত দিনে কবে তাহার সন্তান প্রসূত হইত। ঋষিরা রাজাকে জীবনের প্রভাতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'তোমার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইবে,' (১ম অঙ্ক ২৫), নিজের দোষে সে হাতের লক্ষ্মী রাজা পায়ে ঠেলিয়াছেন, এখন আর সে চিন্তায় লাভ কি? তবুও মনটা স্নেহের রসে ভিজিয়া উঠিতেছে। আধো আধো স্বরে শিশু যখন সিংহ-শাবকের সঙ্গে কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে, কেশর ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, তখন রাজার অন্তঃকরণের ভাব যে কিরূপ হইতেছে, তাহা অপুত্রক দুর্ভাগা পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ধূলি-ধূসর বালকটিকে একটিবার কোলে লইবার নিমিত্ত, হয় ত, রাজার হৃদয়ের কোণে স্পৃহার কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইতেছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়? কাহার ছেলেকে কে কোলে করিবে? এমন নধর, হৃষ্টপুষ্ট, ক্রীড়ারত শিশুকে দেখিয়া কোন্ পাষাণ না গলে, কোন্ কঠিন না দ্রবীভূত হয়? কাহার না কোলে লইয়া একটিবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে সাধ যায়? কত সৌভাগ্য তাহাদের, যাহারা এমন সব শিশুকে

রাজা।— (উপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র।

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা সংযমঃ কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া।

সত্ত্ব-সংশ্রয়-সুখোঽপি দূষ্যতে কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্॥ ॥ ৫২ ॥

তাপসী।— ভদ্দমুহ, ণহু অঅং ইসি-কুমারও। ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— আকার-সদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্তু বয়মেবংতর্কিণঃ।

(যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন বালস্পর্শমুপলভ্য আত্মগতম্)

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।

কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাদ্ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ॥ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—আশ্রমবিরুদ্ধ-বৃত্তিনা ত্বয়া সত্ত্বসংশ্রয়-সুখঃ অপি সংযমঃ কৃষ্ণসর্প-শিশুনা চন্দনম্ ইব কিমিতি জন্মতঃ (আশৈশবাৎ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) দূষ্যতে॥ ৫২॥

কস্য অপি কুলাঙ্কুরেণ অনেন (বালেন) গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম এবং সুখং (ভবতি), যস্য কৃতিনঃ অঙ্গাৎ অয়ং প্ররূঢ়ঃ, (গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য) তস্য চেতসি কাং (অনির্ব্বচনীয়াং) নির্বৃতিং অয়ং কুর্য্যাৎ॥ ৫৪॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভদ্রমুখ। ন হি অয়ম্ ঋষি-কুমারকঃ॥ ৫৩॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(কাছে গিয়ে হেসে) বলি ও মহর্ষি-পুত্র। তোমার একপ আশ্রম-বিরুদ্ধ ব্যবহার কেন? এখানে ত কেহ কাহাকেও হিংসা-দ্বেষ করে না। জীব জন্তুকে আশ্রয় দেওয়ায়, রক্ষণাবেক্ষণ করায়, তপোবন-বাসীদিগের যে আচার-ব্যবহার কত সুখের আকর, সেই সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্তিরূপ সংযমকে, তুমি দেখছি, এই শিশুকাল হতেই কলঙ্কিত কর্ত্তে বসেছ। কালসর্পের শাবক যেমন চন্দনতরুকে বিষাক্ত ক'রে তোলে, সুখ-শান্তির আকর সংযমকেও তুমি তেমনি পঙ্কিল ক'রে তুলছ কেন? ॥৫২॥

তাপসী।—মহাশয়। এই বালক ঋষিকুমার নহে॥ ৫৩॥

রাজা।—ইহার আকৃতির অনুরূপ দুঃসাহসের কাজ দেখেও তাই মনে হচ্ছে বটে। তবে এই স্থানটা আশ্রম, তাই আমার ঐরূপ সন্দেহ হচ্ছিল। (তাপসীর অনুরোধমতে শিশুর হাত হইতে সিংহ-শাবককে মুক্ত করিয়া বালকের অঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন) জানি না, এই শিশু কাহার বংশের অঙ্কুর, তবুও ইহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আমার এত সুখ—এত তৃপ্তি হইতেছে, আর যে ভাগ্যবানের এ আত্মজ, ইহার স্পর্শে তাহার না জানি কি অনির্ব্বচনীয় সুখই জন্মে॥ ৫৪॥

কোলে করিয়া তাহার অঙ্গের ধূলিতে নিজ অঙ্গ চর্চ্চিত করিতে পারে? হায়। রাজার কি দুর্ভাগ্য, এমন সুখের শুভক্ষণ ত আর তাঁহার জীবনে কখনও আসিবে না, সে-পথে ত তিনিই স্বহস্তে কাঁটা দিয়াছেন। ইত্যাদি কত কি ভাবনা রাজ হৃদয়ে প্রাবৃট্-গগনে নব জলদখণ্ডের ন্যায় উঠিতে লাগিল॥ ৫০॥

সেবারে শকুন্তলাকে যখন অসভ্য ভ্রমর উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন 'রক্ষা কর,' রক্ষা কর,' বলিয়া কাতর কণ্ঠে শকুন্তলা সখীদিগকে ডাকায়, তাহারা জবাব দিয়াছিল যে, 'যাব রাজ্য, সেই দুষ্যন্ত রাজাকে ডাক্, সে এসে রক্ষা করুক,' আর অমনি রাজাও তালমাফিক গিয়া হাজির হইয়াছিলেন, এবারেও অনেকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। দুরন্ত শিশুর হাতে তপোবনের পশু-শাবকটা মারা যাবার উপক্রম দেখিয়া, পরিচারিকা তাপসী যখন এদিক সেদিক চাহিয়া, অদূরে অশোকতরুমূলে দণ্ডায়মান একটি লোককে দেখিল, অমনি ডাকিল, 'আসুন ত মহাশয়, মেরে ফেল্লে সিংহ-শাবকটিকে, আমাকে মানছে না, আপনি এসে রক্ষা করুন।' রাজাও অমনি গিয়া ঋষি-শিশুর নিকটে হাজির হইলেন। সেবারে ভ্রমরের হাত হইতে শকুন্তলাকে রক্ষার নিমিত্ত, আর এবারে শকুন্তলার ছেলের হাত হইতে একটা বন-পশুকে রক্ষার নিমিত্ত। তফাৎ অনেক। তবে ভাবটা প্রায় সমান॥ ৫১॥

রাজার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে যে, ছেলেটি ঋষির পুত্র। তাই তাহাকে কোলে লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত হিতোপদেশ দিলেন, আশ্রমে জন্মিয়াছ, ছিঃ, অমন দুরন্তপণা কর্ত্তে নাই। এই সবে তোমার বাল্যকাল, এখনই যদি এমন ধারা হও, তবে পরে, তোমাকে যে সামলানো দায় হইবে, ইত্যাদি উপদেশ-লহরীর প্রবল উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদমনকে রাজা

তাপসী।— (উভৌ নির্বর্ণ্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং ! ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— আর্য্যে ! কিমিব। ॥ ৫৬ ॥

তাপসী।— ইমস্স বালঅস্স রূব-সংবাদিণী দে আইদি-ত্তি বিম্হাবিঅ ম্হি। অবরিইদস্স বি দে অপ্পড়িলোমো সংবুত্তো। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— (বালকমুপলালয়ন্) ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ম্ অথ কোঽস্য বংশঃ ॥ ৫৮ ॥

তাপসী।— পুরুবংসো। ॥ ৫৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আশ্চর্য্যম্ আশ্চর্য্যম্ ॥ ৫৫ ॥

অস্য বালকস্য রূপ-সংবাদিনী তে আকৃতিঃ ইতি বিস্মাপিতা অস্মি। অপরিচিতস্য অপি তে অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৫৭ ॥

পুরুবংশঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তাপসী।—(উভয়কে দেখিয়া) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য !! ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—আর্য্যে ! কি ব্যাপার ॥ ৫৬ ॥

তাপসী।—মহাশয়, আপনার আকৃতি দেখিতেছি, এই বালকের আকৃতিরই মত, তাই বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। আপনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবুও আপনার কাছে গিয়া এই দুরন্ত ছেলে যেন লক্ষ্মীটির মত হইয়া আছে। যেন কত ভালো মানুষটি ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—(বালকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) এ যদি মুনিকুমারই না হয়, তবে এ শিশু কোন্ বংশের সন্তান ? ॥ ৫৮ ॥

তাপসী।—পুরুবংশের ॥ ৫৯ ॥

ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তাপসী যখন বলিল, না মহাশয়, এটি ঋষিকুমার নহে, তখন রাজার ভুল ভাঙ্গিল, তিনি অবাক্ হইলেন, এই স্থান ত মানুষের অগম্য, এখানে তবে এ ছেলে আসিল কোথা হইতে? কার বংশের তিলক এ ছেলে, কোলে তুলিয়া আমারই যখন এত শান্তি-বোধ হইতেছে, এমন ভাবে বুক জুড়াইয়া যাইতেছে, তখন যে ভাগ্যবানের আত্মা হইতে ইহার উদ্ভব, সে কোলে করিয়া, না জানি, কত তৃপ্তিই ভোগ করে, কত বড় সৌভাগ্যশালী সেই মহাত্মা; ইত্যাদি নানা চিন্তার ক্রমেই বালকটির উপর তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপত্যস্নেহের উদয় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে শিশুর দিকে তাঁহার হৃদয় হেলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমাঙ্কে, মালিনীতীরে, জলসেচনরতপরা শকুন্তলা প্রভৃতিকে দেখিয়াও এই ভাবের প্রশ্ন রাজার মনে উদিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, এই সব রূপসী যদি তাপসকন্যা হন, তবে দেখিতেছি, অযত্ন-বর্দ্ধিতা বন-লতার কাছে সযত্ন-রক্ষিতা উদ্যান-লতার পরাজয় ঘটিল। সেবারে রাজার অনাহত হৃদয়ে তাপস-দুহিতাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে যে প্রথম আঘাত লাগে, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে নিজের ভোগ-মন্দিরের ছবির কথাই মনে পড়ে এবং তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব স্মরণ পূর্ব্বক, তাপস-বালিকাদের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করেন। আজ এখানেও ঋষিকুমার ভ্রমে এই বালকের প্রতি ক্রমেই নিঃসন্তান দুষ্মন্ত আকৃষ্ট হইতেছিলেন, শেষে যখন শুনিলেন যে, শিশু ঋষির আত্মজ নহে, তখন এমন শিশুর জনকের সৌভাগ্য স্মরণ পূর্ব্বক, অভাগ্য দুষ্মন্ত বিষণ্ণ-হৃদয়ে সেই জনকের অদৃষ্টের প্রশস্তিখ্যাপনচ্ছলে নিজের মন্দ ভাগ্যেরই দোষখ্যাপন করিতে লাগিলেন। এখন হৃদয় রাজার শত আঘাতে দীর্ণ-শীর্ণ, এখন অতি অল্পেই চক্ষুতে জল আসে, এখন সামান্য তুলনাতেও বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাই অপূত্রক দুষ্মন্ত এমন পুত্রের পিতার সৌভাগ্য মনে করিয়া, কত পুণ্যে এমন পুত্রের পিতা হওয়া যায়, চিন্তা করিয়া, ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

রাজার কোলে শিশুটিকে দেখিয়া, 'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য' বলিয়া পরিচারিকা তাপসীরা যখন আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল, তখন প্রথমে রাজা কিছু অপ্রতিভ হইলেন, হঠাৎ এত আনন্দ কি জন্য, ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তাপসীরা বলিল, 'আপনার আকারের সঙ্গে বালকের আকার কেমন মিলিয়া গিয়াছে, দেখিতে দুই জনে ঠিক একই রকমের, তাই আমরা অবাক্ হইয়াছি, আরও দেখুন, দুরন্ত শিশুর শিরোমণি হইয়াও, শিশুটি আপনার কোলে উঠিয়া কেমন ঠাণ্ডা হইয়া রহিয়াছে, অথচ অত ঠাণ্ডা হওয়া উহার কোষ্ঠীতে নাই।' এ কথার কি জবাব দিবেন, রাজা খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু নীরবে বালকের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এ ভাবে ত বেশীক্ষণ চলে না, রাজাই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "তবে বালকটি কোন্ বংশের ছেলে?" তাপসীদের জবাবে রাজা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাপসীরা ত মিথ্যা বলিতে পারে না, "পুরুবংশ," সে যে তাঁহারই বংশ। তা হবে। এক বংশের কত লোক কত স্থানে কত ভাবে কতরূপে থাকিতে পারে, থাকিয়া থাকেও, কে কাহার খবর রাখে? এক বংশ বলিয়াই

রাজা।— (আত্মগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে।

অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্ব্বং ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
নিয়তৈক-যতি-ব্রতানি পশ্চাৎ তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্॥

(প্রকাশম) ন পুনরাত্মগতা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ। ॥ ৬০ ॥

তাপসী।— জহ ভদ্দমুহো ভণই। অচ্ছরাসম্বন্ধেণ ইমস্স জণণী এত্থ দেঅগুরুণো তবোবণে পসূদা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—যে (পৌরবাঃ) পূর্ব্বং ক্ষিতিরক্ষার্থং রসাধিকেষু ভবনেষু নিবাসম্ উশন্তি, পশ্চাৎ নিয়তৈকযতি-ব্রতানি তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি॥ ৬০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা ভদ্রমুখঃ ভণতি। অপ্সরঃ-সম্বন্ধেন অস্য জননী অস্মিন্ দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা ॥৬১॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(আত্মগত) এ কি ? এ যে আমার একই বংশ দেখছি। এই জন্যই রক্ষিকা তাপসী এই শিশুকে আমার অনুরূপ বলিয়া মনে কচ্ছিলেন। তা হবে। পুরুবংশীয় রাজাদের শেষ বেলাটা এইরূপই ছিল বটে, তাঁহারা প্রথম বয়সে পৃথিবীর পালনের নিমিত্ত নানা সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে বাস করতেন সত্য, কিন্তু যেমন জীবনের দিন ঘনাইয়া আসিত, অমনি তাঁহারা বনে গিয়া তরুমূল আশ্রয় করতেন এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হতেন। (প্রকাশ্যে) কিন্তু মানুষ ত স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না॥ ৬০ ॥

তাপসী।—মহাশয়। আপনি ঠিকই বলছেন। এই বালকের মাতা অপ্সরার সম্পর্কে এই দেবগুরু মারীচের তপোবনে আসিয়া এখানেই প্রসব করিয়াছেন॥ ৬১ ॥

তাপসীরা অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজা ও শিশুর একই প্রকার আকৃতি। পুরুবংশীয়েরা পরিণতবয়সে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন. এই হইল ঐ বংশের কুলপ্রথা। সেইরূপ সংসারত্যাগী পুরুবংশীয়ের হয় ত এ শিশু সন্তান। এই বলিয়া দুষ্যন্ত স্বীয় হৃদয়গুহানিহিত নবীন আশার পথে এক বিরাট্ প্রাচীর তুলিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাপসীরা যখন বলিল, শিশুর জননীর সহিত অপ্সরাদের সম্বন্ধ থাকায়, দেবগুরুর আশ্রমেই ইহার মাতা প্রসব করিয়াছেন, তখন দুষ্যন্তের দুরাশ হৃদয় আবার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, মনে মনে কহিলেন, এ যে আর একটা আশার কথা। ১ম পুরুবংশ, ২য় শিশুর জননীর অপ্সরার সহিত সম্পর্ক আছে। রাজা একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, ইহার জননী কোন্ রাজর্ষির পত্নী ? এই প্রশ্ন ও তাপসীদের প্রত্যুত্তর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী নিমেষমাত্র কাল আজ দুষ্যন্তের নিকট দীর্ঘ যুগ-যুগান্তরবৎ প্রতীত হইতেছিল, নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, দেহ স্পন্দনবিহীন হইয়া পড়িতেছিল। এমন ভয়ানক অবস্থায় ভারতেশ্বর জীবনে কখনও পড়েন নাই। তাপসীরা যেন কি উত্তরই দিয়া বসে ! এমন সময়ে এক তাপসী কহিল, সেই ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগকারী পাষণ্ডের নাম করা ত পরের কথা, নাম উচ্চারণ করার চিন্তাও কেহ করে না, সুতরাং তাহার নাম বলিতে পারিবে না। তাপসীদের এই উৎকট তিরস্কার রাজার শিরে পুরস্কারের ন্যায় প্রীতির শীতলধারা ঢালিয়া দিল। রাজা ভাবিলেন যে, এ সমস্তই যেন বর্ণে বর্ণে তাঁহার অভিপ্রায়ের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আর বিলম্ব অসহ, রাজা শিশুর জননীর নামটা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু, না জানিয়া, না শুনিয়া, হঠাৎ এক জন পরস্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করাটা নীতিমান নৃপতির ভালো মনে হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া বিরত হইলেন। মনের ভিতর যত বড় ঝড়ই উঠুক না কেন, বলিষ্ঠ-হৃদয় নরনাথ তাহা হৃদয়েই চাপিয়া রাখিয়া অনুত্তরঙ্গ জলনিধির ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, বর্ষণোন্মুখ, অন্তরবরুদ্ধবাষ্প জলধরের ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে একটি মাটির ময়ূর হস্তে লইয়া এক তাপসী আসিল এবং কহিল, ‘সর্ব্বদমন। শকুন্তলাবণ্য দর্শন কর।’ ‘শকুন্ত-লা’ এইটুকু শুনিয়াই মাতৃবৎসল শিশুর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, ‘কই, মা কই’, বলিয়া শিশু চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তখন তাপসী খুলিয়া বলিল যে, এই মাটির ময়ূরটার রমণীয়তা দেখ, বলিয়াছি, তুমি মা মা করিতেছ কেন ? আহা, নামের সাদৃশ্যে বালকের হৃদয় উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। রাজা শুনিলেন। শকুন্তলার নাম তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা এক নিমিষে ওলট-পালট করিয়া দিল। কিন্তু মনীষী তিনি দুর্দ্দম হৃদয়াশ্বের বল্গা সবলে আকর্ষণ করিয়া রহিলেন। এক নামের কি দুই জন থাকিতে নাই, ভাবিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে প্রয়াস পাইলেন।

রাজা।— (অপবার্য্য) হন্ত দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। (প্রকাশম্) সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী ? ॥ ৬২ ॥

তাপসী।— কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো ণাম সংকিত্তিদুং চিন্তিস্সহি। ॥ ৬৩ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষ্মী-করোতি। যদি তাবদস্য শিশোর্নামতো মাতরং পৃচ্ছামি। অথবা অনার্য্যঃ পরদারব্যবহারঃ। ॥ ৬৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কঃ তস্য ধর্ম্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সঙ্কীর্ত্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(অপবার্য্য) তাই ত ! এই যে আর একটা আমার আশার সূত্র দেখছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বলুন ত, সেই মহিলা কোন্ রাজর্ষির পত্নী, তাঁর নাম কি ? ॥ ৬২ ॥

তাপসী।—ছিঃ ! সেই ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগকারী অকার্য্যপর রাজার নাম উচ্চারণ ত পরের কথা, উচ্চারণের চিন্তাও কেহ করে না। কে তার নাম কর্ব্বে ? ॥ ৬৩ ॥

রাজা—(স্বগত) "ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগীর নাম ?" এ যে দেখছি, আমারই সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই শিশুর মার নামটাই জিজ্ঞাসা করি না কেন, অথবা কাজ নাই, পরের স্ত্রীর সম্বন্ধে অতটা কৌতূহল ঠিক নহে ॥ ৬৪ ॥

বন্যার ন্যায় ঘটনার স্রোত আসিয়াছে, একটা মিটিতে না মিটিতেই অন্য একটা ঘটনা আসিয়া পড়িতেছে, রাজা এবং দর্শকবৃন্দ তাহাতে ভাসিয়া চলিলেন। তাপসীরা কিন্তু এ সব ঝড়-বাদলের কোন খবরই রাখিল না। শুধু এক একটা নূতন নূতন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারে তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইতে লাগিল। হঠাৎ তাপসীদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছেলের হাতে, ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রেই দেবগুরু মারীচ স্বহস্তে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সে রক্ষাসূত্র কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, এখন উপায় ? পরিচারিকাদের প্রাণ উড়িয়া গেল ! এ আবার কি একটা নূতন বিপদ, সামাজিকগণও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বেশ সুন্দরভাবে ঘটনার মনোহর পারম্পর্য্যে রঙ্গস্থল যখন মশ্‌গুল, তখন এই শঙ্কাজনক ব্যাপারে সব একেবারে বেসুরা করিয়া দিল। এভাবে অধিকক্ষণ সামাজিকদিগকে রাখিতে নাই, তাহাতে নাটকীয় কৌতূহলের অপচয় ঘটে এবং সামাজিকগণের উপরেও অবিচার করা হয়। তুমি যাহাদিগকে প্রীত করিবার নিমিত্ত অভিনয় সৃষ্টি করিতেছ, তাহাদের উপর নির্ম্মম হইও না। প্রীতি উৎপাদন করিতে যাইয়া তাহার বিপরীত ভাবের অবতারণা করিয়া বসিও না। কি লেখক, কি বক্তা, কি চিত্রকর, সকলেরই সে দিকে সাবধান থাকা দরকার। লিখিতে, বলিতে বা চিত্র করিতে বসিয়া তুমি নিজে যেই হারাইয়া বসিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না। শিরিচূড়ামণি কালিদাস তাই একটু অন্যরসের দ্বারা, রসান্তরের সৃষ্টির দ্বারা, দর্শকবৃন্দের রুচিবর্দ্ধন করিয়া লইলেন। ছেলের হাতের রাখী খসিয়া নিকটেই পড়িয়াছিল, রাজা তাহা তুলিতে যাইতেছিলেন, তাপসীরা কিছুতেই তুলিতে দিবে না, ছেলে নিজে, আর তার মা-বাপ ছাড়া অন্য কেহ যদি ঐ রাখী স্পর্শ করে, তবে সাপ হইয়া রাখী তাঁহাকে দংশন করে, তাই তাপসীরা রাজি হইল না। তাহারা বহুবার এরূপ দংশন দর্শন করিয়াছে, এ কথা রাজাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল। তবুও পুত্রবাৎসল্যাকৃষ্ট, 'অনপত্য' দুষ্মন্ত সে রাখী তুলিয়া আনিলেন ! সর্ব্বনাশ হইল ! মারীচাশ্রমে অতিথির হত্যা হইতে চলিল, তাপসীরা ভয়ে, বিষাদে যেন আড়ষ্ট হইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। দর্শকগণও প্রমাদ গণিলেন, সব মাটি হইল, দুঃখিনী শকুন্তলার দুরদৃষ্টময়ী তামসী রজনীর বুঝি আর অবসান ঘটিল না ! সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। তাপসীরা বহুবার স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় হইবে কেন ? এ যে সত্যের আকর, অসত্যের লেশও এ আশ্রমের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। সর্ব্বনাশ হইল ! না জানি কি বিপদ দেখিতে হয়, ভাবিয়া, ভরসা করিয়া কেহ রক্ষাসূত্র-উত্তোলনকারী রাজার দিকে চাহিতেও পারিলেন না। ক্ষণকালের জন্য একটা বিষম উৎকালোকে রঙ্গস্থল যেন ঝলসিয়া গেল !

রাখী তুলিয়াছেন, কিন্তু রাজাকে সে সাপ হইয়া দংশন করে নাই। বিষাদ-ম্লান তাপসীরা আনন্দাতিশয়ে রাজার দিকে বার বার চাহিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে শকুন্তলা-বল্লভের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একটা অপূর্ব্ব প্রসন্নতার অমৃতধারায় রঙ্গভূমি আপ্লুত হইল ! প্রবল বর্ষার অবসানে প্রকৃতির মুখে শরতের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। আর রাজা দুষ্মন্ত ? এমন শুভ মুহূর্ত্ত তিনি বৃথায় যাইতে দিবার পাত্র নন, কোন দিন কোন সুযোগ তিনি ছাড়েন নাই, আজও ছাড়িলেন না, এতক্ষণ যেটা দুরাশা বলিয়া ভাবিতেছিলেন, এখন সেই দুরাশাই তাঁহার ফলোন্মুখী আশার পরিণত হইল দেখিয়া, তাড়াতাড়ি, কোন দিকে না চাহিয়া, কাহারও অপেক্ষা না

(প্রবিশ্য মৃণ্ময়ূর-হস্তা)

তাপসী।— সব্বদমণ! সউন্তলাবণ্ণং পেক্‌খস্থ। ॥ ৬৫ ॥

বালঃ।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং বা মে অজ্জূ ? ॥ ৬৬ ॥

উভে।— ণাম-সারিস্‌সেণ বঞ্চিআে মাউবচ্ছলো। ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) কিংবা শকুন্তলেতি অস্য মাতুরাখ্যা। সন্তি পুনর্নামধেয়-সাদৃশ্যানি।
অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্রপ্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে। ॥ ৬৮ ॥

বালঃ।— অজ্জুএ! রোঅই মে এসো ভদ্দমোরও। (ক্রীড়নকমাদত্তে)। ॥ ৬৯ ॥

প্রাকৃতাম্বুবাদ।— সর্ব্বদমন! শকুন্ত-লাবণ্যং প্রেক্ষস্ব ॥ ৬৫ ॥

কুত্র বা মে মাতা ॥ ৬৬ ॥

নাম-সাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ ॥ ৬৭ ॥

মাতঃ! রোচতে মে এষঃ ভদ্রময়ূরঃ ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—(মৃত্তিকায় গঠিত ময়ূর হস্তে তাপসীর প্রবেশ)

তাপসী।—সর্ব্বদমন! শকুন্ত-লাবণ্য (পাখীটি কি সুন্দর) দর্শন কর ॥ ৬৫ ॥

বালক।—(তাড়াতাড়ি চাহিয়া) কৈ, আমার মা কৈ ? ॥৬৬॥

উভয় তাপসী।—আহা! এক রকম নাম শুনে মা-গত-প্রাণ বালক প্রতারিত হয়েছে ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—(আত্মগত) এ কি ? এর মার নামও দেখছি শকুন্তলা। তা হতেও বা পারে। এক নামের কি দু'জন থাকে না ? হায়! মরীচিকার ন্যায় এই অক্ষরে অক্ষরে নামের মিল কি শেষে আমার দুঃখেরই কারণ হবে না কি ? ॥ ৬৮ ॥

বালক।—মা! সুন্দর ময়ূরটি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। (খেলনাটি গ্রহণ) ॥ ৬৯ ॥

করিয়া, শকুন্তলাবল্লভ শকুন্তলা-তনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সে আনন্দ-পূর্ণ দৃশ্যে বঙ্গস্থলী ঊষার স্বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতির ন্যায় হাসিয়া উঠিল। শুধু রাজার নহে, দর্শকগণেরও বুক জুড়াইয়া গেল। এই শুভ সংবাদ, বিরহ-কৃশা ও মলিন-বেশা শকুন্তলাকে দিবার জন্য তাপসীরা ছুটিয়া গেল, শিশুও তাহাদের সঙ্গে মা'র কাছে যাইবার জন্য রাজার কোল হইতে জোর করিয়া নামিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, 'ছাড়ো আমাকে' 'মার কাছে যাই' বলিয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, বুকের মধ্যে যে বুক, তাহার মধ্যে দুরন্ত শিশুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন ও যখন কহিলেন, 'পুত্র! আমার সঙ্গেই তোমার মা'র কাছে যেও'খন', তখন আহত সর্প-শিশুর ন্যায় সর্ব্বদমন বক্রীকৃত কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল ও কহিল, 'আমার পিতা দুষ্যন্ত, তুমি নও!' রাজা এবার আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। সামাজিকগণও শিশুর এই শৈশবসুলভ অমৃতবর্ষী তর্জ্জনে হাসিয়া ফেলিলেন। রাজার যদিও বা একটু সংশয় ছিল, এই বিবাদে তাহা একেবারেই মিটিয়া গেল। তিনি এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখাস্বাদে যেন তন্ময় হইয়া পড়িলেন। রাজা দুষ্যন্ত দানব-যুদ্ধে আহূত হইয়া স্বর্গে আসিয়াছিলেন, পাপী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপক্ষালন পূর্ব্বক, অভীষ্টলোক লাভ করে, দুষ্যন্তকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। তবে ইতর-সাধারণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নহে, প্রায়শ্চিত্তনাশ্য পাপের অজ্ঞানে যে সুফল-লাভ ঘটে, সেই লভ্য সুফলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

গর্ভিণী শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্বের আশীর্ব্বাদামৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে যখন আসিয়াছিলেন, কত প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী, তখন বহুজনসমক্ষে নৃপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আদৌ চিনিতেই পারেন নাই, না চিনিতে বা ভুলিতে অনেকেই পারে, সাময়িক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের হাত অনেকেই এড়াইতে পারে না, যাঁহারা পারেন, তাঁহারা মানুষ নন, তাঁহারা দেবতা। মানুষ দুষ্যন্ত সে হাত এড়াইতে না পারিয়া নিজে যেমন বিষম বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, অপ্সরার নন্দিনী শকুন্তলাকেও তেমনই দুস্তর বিপৎসাগরে ফেলিয়াছিলেন। আজ দুষ্যন্তের সেই কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের প্রতিপ্রসব করিতে হইল।

তাঁহার নিজের পুত্র, শকুন্তলা-গর্ভজ শিশু সর্ব্বদমনের কাছে, আত্ম-পিতৃত্ব স্থাপনের নিমিত্ত তাঁহাকে কত দলীলপত্র প্রদর্শন করিতে হইল, কত প্রমাণ-প্রয়োগ দিতে হইল, কিন্তু তবুও শিশু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি আমার পিতা নও, আমার পিতা দুষ্যন্ত।'

প্রথমা।— (বিলোক্য সোদ্বেগম্) অম্মহে রক্খাকরণ্ডঅং মণিবন্ধে সে ণ দীসই। ॥ ৭০ ॥

রাজা।— অলমাবেগেন। নন্বু ইদমস্য সিংহশাবকবিমর্দ্দাৎ পরিভ্রষ্টম্। (আদাতুমিচ্ছতি) ॥ ৭১ ॥

উভে।— মা ক্খু এদং অবলম্বিঅ। কহং গহীঅং ণেণ। (বিস্ময়াৎ উরোনিহিতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ)। ॥ ৭২ ॥

রাজা।— কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ স্মঃ। ॥ ৭৩ ॥

প্রথমা।— সুণউ মহাভাও। এসো অবরাইআ ণাম ওসহী ইমস্স জাদকম্ম-সমএ ভঅবদা মারীএণ দিণ্ণা। এদং কিল মাতাপিতরা অপ্পাণং অবজ্জিঅ-ভূমি-পড়িঅং ণ গেণ্হই ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—অহ্মহে! রক্ষা-করণ্ডকং মণিবন্ধে অস্য ন দৃশ্যতে॥ ৭০ ॥

মা খলু তাবৎ অবলম্ব্য। কথং গৃহীতম্ অনেন॥ ৭২ ॥

শৃণোতু মহাভাগঃ। এষা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ অস্য জাতকর্ম্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জ্জয়িত্বা অপরঃ ভূমি-পতিতাং ন গৃহ্লাতি॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রথম তাপসী।—(দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে) কি সর্ব্বনাশ! এর হাতের কব্জিতে ত রাখী দেখছি না! খুলে পড়ল কোথায়? ॥ ৭০ ॥

রাজা।—ব্যস্ত হবেন না। সিংহ-শাবকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়ে বালকের হাত থেকে এই যে খুলে পড়েছে। (তুলতে যাওয়া) ॥ ৭১ ॥

উভয় তাপসী।—(সমস্বরে) ধর্‌বেন না, ধর্‌বেন না! এ কি? রাখীটা ধ'রে ফেলেছেন? (সবিস্ময়ে বুকে হাত দিয়া উভয়ের মুখ চাওয়াচায়ি) ॥ ৭২ ॥

রাজা।—রাখী তুলতে আমাকে নিষেধ কর্চ্ছিলেন কেন? ॥ ৭৩ ॥

প্রথমা।—শুনুন মহাশয়! এই লতার নাম অপরাজিতা, এই বালকের জাতকর্ম্মের সময়ে ভগবান্ মারীচ স্বহস্তে ইহা পরাইয়াছেন। মা-বাপ এবং নিজে ছাড়া অন্য কেহ ভূমিতে পতিত এই লতাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না॥ ৭৪ ॥

কলিকাতার, অথবা শুধু কলিকাতা কেন, আরও অনেক বড় বড় সহরের আশে-পাশে যে সমুদয় বর্দ্ধিষ্ঠ পল্লী আছে, তাহার অনেক অধিবাসী ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিয়া সহরের চাকরী বজায় রাখেন, ভোরে অরুণোদয়ে, কোনমতে জঠরানলে একটু কিছু আহুতি দিয়া ট্রেণে বাহির হইয়া পড়েন, আর রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে ক্লান্তকায়ে ও ক্লান্ত-হৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া কোনমতে দু'গ্রাস অধঃকরণপূর্ব্বক, দিবসের দুর্দ্দৈব, আফিসের বড় কর্ত্তার ব্যবহার প্রভৃতি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়েন। অনেকে আবার ঘড়িতে এলার্ম্ম দিয়া রাখেন, সাড়ে চারিটায় উঠিয়া গৃহিণীকে রান্না-বান্না চড়াইতে হইবে, আর বাবুকেও ঝটিতি স্নান-আহার সারিয়া প্রথম ট্রেণ ধরিতে হইবে, নতুবা আপিসের বকেয়া কাজ সারা কঠিন হইবে, তাই এলার্ম্ম দিয়া রাখেন। গৃহিণী কোলের শিশুকে মানুষ করেন, শিশু মাকেই জানে, বাবা নামক অভাগ্য প্রাণীটির সঙ্গে তার বড় তেমন একটা আলাপ-পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় না। আধ আধ স্বরে শিশুর মধুমাখা কথা শোনা বাবার ভাগ্যে বড় ঘটে না। যদি ঘুমন্ত শিশুকে বাৎসল্যাকৃষ্ট পিতা কখনো আদর-আহ্লাদ করেন, এবং শিশু জাগিয়া উঠে, তখন ঐ নূতন মূর্ত্তি মা'র নিকট দেখিয়া বালক তাড়া করে, মধুমাখা স্বরে বলিয়া উঠে, "ভাগো।" জনক-জননী শিশু-কৃত সেই উপেক্ষা দর্শনে হাসিয়াই আকুল হন। বাবাকে বালক যতই আমল দিতে নারাজ হয়, বাবার আনন্দ ততই উথলিয়া উঠে। আজ দুষ্মন্তেরও সেই দশা। সর্ব্বদমনের 'তুমি আমার বাবা নও' কথায় রাজার হৃদয়-নিহিত বাৎসল্যরস সিন্ধুর আকার ধারণ করিতেছে। আর সেই সঙ্গে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানকৃত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। তিনি শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই, গর্ভবতী শকুন্তলাকে ঘরে তুলিয়া বংশে কলঙ্ক লেপন করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, আজ সেই শকুন্তলার সেই গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতেছে না, রাজা যত চেষ্টা করিতেছেন পিতৃত্বের দাবী স্থাপন করিতে, পুত্র ততই 'তুমি নও, তুমি নও' করিয়া রাজাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেছে। যে গর্ভ দেখিয়া চমকাইয়াছিলে, সেই গর্ভের শিশুকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে এবং তুমি যে তাহার পিতা, ইহা প্রমাণ করিতে তোমার আজ গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত। তোমার কৃত পাপের অনুপাতে এ প্রায়শ্চিত্ত অনেক বেশী। কোথায় লাগে ইহার নিকট হিন্দুর 'চরম-চতুর্ব্বিংশতি-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত।' শকুন্তলার দুর্দ্দম পুত্র সর্ব্বদমনের সহিত রাজার এই স্পৃহণীয় কলহের অমৃতধারায় সারা রঙ্গস্থল ভাসিয়াছে, সকলেই যেন কোন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দরসে বিভোর। ক্ষণকালের জন্য সামাজিকগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়াছেন,

রাজা।— অথ গৃহ্লাতি ? ॥ ৭৫ ॥

প্রথমা।— তদো তং সপ্পো হোইঅ দংসই। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— ভবতীভ্যাং কদাচিদস্যাঃ প্রত্যক্ষীকৃতা বিক্রিয়া। ॥ ৭৭ ॥

উভে।— অণেঅসো। ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্ আত্মগতম্) কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি। (বালং পরিষ্বজতে) ॥ ৭৯ ॥

দ্বিতীয়া।— সুব্বদে! এহ্ন ইমং বুত্তন্তং ণিঅমব্বাবুআএ সউন্তলাএ ণিবেদেহ্ম। [নিষ্ক্রান্তে ॥ ৮০ ॥

প্রাকৃতাংশের অনুবাদ।—ততঃ সর্পো ভূত্বা দশতি ॥ ৭৬ ॥ অনেকশঃ ॥ ৭৮ ॥

সুব্রতে! এহি, ইমং বৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ ॥ ৮০ ॥

স্বচ্ছার্থ।—রাজা।—যদি করে? ॥ ৭৫ ॥

প্রথমা।—তা হ'লে সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারে ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—আপনারা স্বচক্ষে এরূপ ছোবল মার্তে কখনও দেখেছেন কি? ॥ ৭৭ ॥

উভয়ে।—ঢের ঢের ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—(আনন্দে মনে মনে) তবে দেখছি, আমার বাসনা পূর্ণপ্রায়, সুতরাং আর বিলম্ব কেন? (বালককে আলিঙ্গন) ॥ ৭৯ ॥

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে! চল, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা শকুন্তলাকে এই ব্যাপারটা বলি গিয়ে ॥ ৮০ ॥

আপনাকে ভুলিয়াছেন, এক সর্ব্বদমন তাঁহাদের সকলের সকল ইন্দ্রিয়ের আলম্বন হইয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। অতীত ঘটনাবলীর স্মৃতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, ভবিষ্যতের চিন্তা বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল বর্ত্তমান তাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া বসিয়াছে। দর্শকগণের হৃদয় এমন কেন্দ্রাকৃষ্ট বুঝি নাটকের আর কোথাও হয় নাই। যখন রঙ্গভূমির এমনই অবস্থা, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাদের সমক্ষে এক অপরূপ দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সে অনবদ্য মূর্ত্তির বিষাদোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে রঙ্গস্থল সহসা যেন আলোকিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। একটা অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবে সভাস্থল বিভাবিত হইল। প্রথমে কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, এ কি মূর্ত্তি, মানুষী না দেবী, সত্য না স্বপ্ন, সকলেই অবাক্ হইয়া চাহিলেন। ব্রহ্মচারিণী-বেশা একবেণীধরা শকুন্তলার পবিত্র মূর্ত্তির সহসাবির্ভাবে, নিমেষের জন্য সকলেরই চক্ষু অবনত হইল। পবিত্র চরিত্রের একটা মহনীয়তম মাহাত্ম্যে হৃদয় সকলের ভরিয়া গেল। পরে পবিত্রতা বিধৌত নয়নে সকলে যেন একটু দম লইয়া, একযোগে সেই যোগিনীরূপা বিয়োগিনী শকুন্তলার দিকে তাকাইলেন। রুক্ষকেশা মলিনবেশা কণ্ব-দুহিতাকে দেখিয়াই শকুন্তলাবল্লভ চমকিয়া উঠিলেন, 'এই কি সেই শকুন্তলা' বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে প্রয়াস পাইলেন। এক দিন যাহার অকৈতব ও অনাহৃত সৌন্দর্য্যে তাঁহার চক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুন্দর ঠেকিয়াছিল, চিরদিন যাহাদিগকে সুন্দরতার অবতারসদৃশী ভাবিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাও নিতান্ত নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছিল, যাহার সন্দর্শন-লাভে জীবন ধন্য, কৃতার্থ ও পরিপূর্ণ মনে করিয়াছিলেন, যাহার অভাবে, জীবন বিড়ম্বিত, নিষ্ফল, দুর্ব্বহ ও বিরক্তিকর এবং সংসার জীর্ণ, দাবদগ্ধ বনের ন্যায় ভীষণ ও হৃদয়ঘাতী মনে হইয়াছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়ে একটিবারমাত্র, এক নিমেষের জন্য যাহাকে দেখিতে, দূর হইতে এক পলক দেখিতে পাগল হইয়াছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী এক আকাশচারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি—যাহাকে কোথায়, কোন্ চিন্তারও অগম্য লোকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, যে এখন শুধু চিন্তায় বিষয়ীভূত, কথার, আলোচনার বিষয়ীভূত, এই কি সেই শকুন্তলা, ভাবিয়া দুষ্যন্ত যে কেমন একটা ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহা তিনি নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। যখন সেই মলিন-বসনা ও দীন-নয়না শকুন্তলা, 'কে আমার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিল' বলিতে বলিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, আর তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়মপালনে বিশুষ্ক মুখকমল কেমন একটা ব্যথার, সমবেদনার প্রবাহ বহাইয়া রঙ্গস্থল প্লাবিত করিল, এক দিন আগুল্ফ-বিলম্বিত কেশদামে যাহার সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিত, আজ তার মাথায় একটি রুক্ষ বেণী মাত্র দুলিতেছে, বসন্তের প্রফুল্ল লতিকা যেন দুঃসহ নিদাঘের প্রখর তাপে একেবারে ঝলসিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, রাজা দেখিলেন, তখন বুঝিলেন যে, তিনি স্বয়ং কত বড় অকরুণ, কত বড় কঠোর। সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদব্রতধারিণীর তদানীন্তন পবিত্র মূর্ত্তি-দর্শনে দুষ্যন্তের হৃদয় গলিয়া গেল, দুষ্যন্ত যে কত বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ, শুধু বৃহৎ পৃথিবীর নহে, তদপেক্ষাও কত বৃহত্তর ও কমনীয়তর সাম্রাজ্যের যে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, তাহা চিন্তা করিয়া ভারতেশ্বর যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৬-৮০ ॥

নও, আমার পিতা দুষ্যন্ত।

বালঃ।— মুঞ্চসু মং জাব অজ্জুএ সআসং গমিস্সং। ॥ ৮১ ॥

রাজা।— পুত্রক! ময়া সহৈব মাতরমভিনন্দিষ্যসি। ॥ ৮২ ॥

বালঃ।— মম কথু তাদো দুস্সন্তো ণ তুমং। ॥ ৮৩ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) এষ বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি। ॥ ৮৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি একবেণীধরা শকুন্তলা)

শকুন্তলা।— বিআরকালে বি পইদিঠং সব্বদমণস্স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসা আসি অত্তণো
ভাঅহেএসু। অহবা জহ সাণুমইএ আচক্খিঅং তহ সংভাবীঅই এদং ॥ ৮৫ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাং বিলোক্য) অয়ে সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা—যৈষা
বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥ ॥ ৮৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মুঞ্চ মাং, যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি ॥ ৮১ ॥

মম খলু তাতঃ দুষ্মন্তঃ, ন ত্বম্ ॥ ৮৩ ॥

বিকারকালে অপি প্রকৃতিস্থাং সর্ব্বদমনস্য ওষধিং শ্রুত্বা ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতং তথা সম্ভাব্যতে এতৎ ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়।—পরিধূসরে বসনে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ শুদ্ধশীলা যা এষা অতিনিষ্করুণস্য মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥ ৮৬ ॥

শব্দার্থ।—বালক।—ছাড়ো আমাকে, মার কাছে যাই ॥ ৮১ ॥

রাজা।—পুত্র! আমার সাথেই তোমার মার কাছে যেও'খন ॥ ৮২ ॥

বালক।—আমার বাবা দুষ্মন্ত, তুমি নও ॥ ৮৩ ॥

রাজা।—(সহাস্যে) এই ঝগড়াতেই আরও বেশী খুলে যাচ্ছে ॥ ৮৪ ॥

(একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—যে সময়ে সাপ হইয়া দংশন করিবার কথা, তখনও সর্ব্বদমনের রাখীর লতা পূর্ব্ববৎ ঠিকই আছে—শুনে আমার দুরদৃষ্টের উপর কোনরূপ আশা হচ্ছে না। অথবা হয় ত বা, সানুমতী যা বলেছিল, তাই বুঝি ফলতে বসেছে ॥ ৮৫ ॥

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া) আহা! এই সেই শকুন্তলা! পরিধানে ধূলিধূসর-বসন-যুগল, নিয়ত কঠোর নিয়মপালনে মুখখানি একেবারে বিশুষ্ক, মাথায় সেই কবে নিবদ্ধ একটিমাত্র বেণী, দেখিলে মনে হয়, যেন পবিত্র চরিত্র-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! হায় রে! নির্দ্দয় পাষাণ আমি, এইভাবে শকুন্তলা আমার সুদীর্ঘ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বিরহব্রত পালন কর্চ্ছেন ॥ ৮৬ ॥

অঙ্গুরীয়কদর্শনের পর শকুন্তলার বৃত্তান্ত মনে পড়া অবধি রাজাও অনুতাপের প্রবল প্রাদাহে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুষ্মন্ত বলিয়া সহসা চেনা দুষ্কর হইয়াছিল। আজ শকুন্তলা আসিয়াও দেখা মাত্রেই ঠিক ধরিতে পারিলেন না, আর্য্যপুত্রের মতন ঠেকিতেছে, শুধু এইটুকুর বেশী কিছু আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। যদিই তিনি না হন, তবে কে এ ব্যক্তি আমার পুত্রের অঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক অপবিত্র করিল, বলিয়া যেমন শকুন্তলা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, অমনি বিরহক্ষীণ রাজাও অগ্রসর হইয়া "প্রিয়ে" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দুঃখিতা, উপেক্ষিতা, বিড়ম্বিতা শকুন্তলার আহত হৃদয় যেন মানিতেই চাহে না যে, ইনিই সেই চিরদেয় দেবতা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার ইহ-পরকালের উপাস্য দুষ্মন্ত, তাই শকুন্তলা তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে কহিলেন, 'হৃদয়, আশ্বস্ত হও, এত দিনে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, অদৃষ্ট মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, আমার আর্য্যপুত্রই বটে।' রাজার দু-একটা মার্জ্জনা-ভিক্ষার কথার পর 'আর্য্যপুত্রের জয় হউক' বলিতে গিয়া শকুন্তলার গলা ধরিয়া আসিল, আনত-মস্তকে নীরবে শুধু তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কিছু পূর্ব্বে, শকুন্তলার উপস্থিতিমাত্রেই সর্ব্বদমন যখন তাঁহার নিকট নালিশ করিল, 'মা! কোত্থেকে একটা পুরুষ এসে আমাকে পুত্র ব'লে আলিঙ্গন কর্চ্ছে, দেখ,' তখন শকুন্তলার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, তখন যদিও কোনমতে তাহা চাপিয়াছিলেন, এখন

শকুন্তলা।—(পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা) ন কৃখু অজ্জউত্তো বিঅ। অদো কো এসো দাণিং কিঅরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্ত সংসগগেণ দূসেই ॥ ৮৭ ॥

বালঃ।— (মাতরমুপেত্য) অজ্জএ এসো কো বি পুরিসো মং পুত্ত ত্তি আলিঙ্গই ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— প্রিয়ে। ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তম অনুকূলপরিণামং সংবৃত্তং যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি। ॥ ৮৯ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) হিঅঅ। অস্সসহ। পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুঅম্পিঅ ম্হি দেব্বেণ অজ্জউত্তো কৃখু এসো। ॥ ৯০ ॥

রাজা।— প্রিয়ে! স্মৃতি-ভিন্ন-মোহতমসো দিস্টা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনা সমুপগতা রোহিণী যোগম্॥ ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন খলু আর্য্যপুত্রঃ ইব। ততঃ কঃ এষঃ ইদানীং কৃতরক্ষা-মঙ্গলং দারকং মে গাত্র-সংসর্গেণ দূষয়তি ॥ ৮৭ ॥

মাতঃ এষঃ কঃ অপি পুরুষঃ মাং পুত্রঃ ইতি আলিঙ্গতি ॥ ৮৮ ॥

হৃদয়। আশ্বসিহি। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন। আর্য্যপুত্রঃ খলু এষঃ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুমুখি। দিষ্ট্যা (আনন্দেন) স্মৃতি-ভিন্নমোহতমসঃ মে প্রমুখে স্থিতা অসি। তথাহি—রোহিণী উপরাগান্তে শশিনা (সহ) যোগং সমুপগতা ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(অনুতাপদাহে মলিনমূর্ত্তি রাজাকে দেখিয়া) কে এ? আর্য্যপুত্র নয়? তবে কে এ ব্যক্তি রক্ষা-কবচে সুরক্ষিত আমার শিশুকে গাত্রসংস্পর্শে দূষিত কর্চ্ছে? ॥ ৮৭ ॥

বালক।—(মাতার নিকট গিয়ে) মা, এই দেখ না, কোথাকার একটা লোক পুত্র ব'লে আমাকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—প্রিয়ে। তোমার উপর আমি কি দুর্ব্যবহারই না করেছি, কিন্তু এখন দেখছি, সে সমস্তই শেষে আমার পরম সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কেন না, এতদিন পরেও তুমিই আমাকে আগে চিন্‌তে পার্লে ॥ ৮৯ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) হৃদয়। আশ্বস্ত হও। এতদিন পরে অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছেন, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, এই ত আমার আর্য্যপুত্র ॥ ৯০ ॥

রাজা।—প্রিয়ে। আজ বড়ই আনন্দের দিন। যে বিস্মৃতিমোহে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে, প্রসন্নবদনা তুমি আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ, এ কি কম ভাগ্যের কথা। রোহিণী আজ যেন গ্রহণের অন্তে শশীর সহিত পুনরায় আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

কিন্তু আর পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। ফুলিয়া ফুলিয়া মা কাঁদিতেছেন, আর একটা লোক ক্রমেই কাছে, আরও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া 'সুন্দরি! কেঁদো না' প্রভৃতি বলিতেছে, শিশু দেখিয়া মাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এ কে?' এবার মা আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, জবাব দিলেন, 'বাছা! তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

সে সময়ের সেই দৃশ্যে, রাজা, রোরুদ্যমানা শকুন্তলা ও প্রশ্ন-পর শিশু সর্ব্বদমন,—এবং তাঁহাদের ঐরূপ কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে সমগ্র রঙ্গক্ষেত্রে মর্ম্মবেদনার একটা প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। সকলেরই চক্ষে জল আসিল। তখন অপ্রতিপন্ন স্বামীর একমাত্র যে কর্ত্তব্য, রাজা তাহাই করিলেন, নিমেষের মধ্যে ছিন্নতরুর ন্যায় কণ্বদুহিতার পায়ের উপর পড়িলেন। প্রিয়কৃত এই ব্যবহারে দুঃখিনীর হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল—অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গলিয়া পড়িল।

আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে,
দানব-নন্দিনি! জান না সে তুমি,
দুখীরে পূজিলে লাগে।

শকুন্তলা।— জেউ অজ্জউত্তো। (অর্দ্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি) ॥ ৯২

রাজা।— সুন্দরি! বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ॥ ৯৩

বালঃ।— অজ্জএ কো এসো। ॥ ৯৪

শকুন্তলা।— বচ্ছ! দে ভাঅহেআইং পুচ্ছসু। ॥ ৯৫

রাজা।— (শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ প্রণিপত্য)।
সুতনু! হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি-শঙ্কয়া ॥ ৯৬

শকুন্তলা।— উঠ্‌উ অজ্জউত্তো! ণূণং সে সুঅরিঅপ্পড়িবন্ধঅং পুরাকিঅং তেসু দিঅহেসু
পরিণামমুহং আসি জেণ সানুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো ॥ ৯৭।

অন্বয়।—সুন্দরি! জয়-শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ময়া জিতম্ (এব)। যৎ (যস্মাৎ) অসংস্কার-পাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং (ময়া) দৃষ্টম্ ॥ ৯৩ ॥

সুতনু! তে হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশ-বালীকম্ অপৈতু। তদা মে মনসঃ সম্মোহঃ কিমপি বলবান্ অভূৎ। হি (তথাহি) শুভেষু প্রবলতমসাং বৃত্তয়ঃ এবম্প্রায়াঃ (ভবন্তি)। অন্ধঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজম্ অপি অহিশঙ্কয়া ধুনোতি ॥ ৯৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জয়তু আর্য্যপুত্রঃ ॥ ৯২ ॥

মাতঃ! কঃ এষঃ ॥ ৯৪ ॥

বৎস! তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ ॥ ৯৫ ॥

উত্তিষ্ঠতু আর্য্যপুত্রঃ। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ,যেন সানুক্রোশঃ অপি আর্য্যপুত্রঃ ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৯৭ ॥

শব্দার্থ।—শকুন্তলা।—আর্য্যপুত্রের জয় হোক্। (বলিতে বলিতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল) ॥ ৯২ ॥

রাজা।—সুন্দরি! তোমার উচ্চরিত জয়শব্দ বাষ্পভরে স্তম্ভিত হইলেও আমার কিন্তু সত্যই আজ জয়জয়কার! কেননা, এতদিন পরেও—সংস্কারের অভাবে তোমার পাটল-বর্ণ ওষ্ঠপুট দেখিতে পাইলাম। এই ওষ্ঠ দর্শনেই বুঝিতেছি যে, এতকাল কি কঠোর সংযমই তুমি পালন করিয়াছ ॥ ৯৩ ॥

বালক।—মা, কে এ লোকটা? ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।—বাছা, তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—(শকুন্তলার পদতলে পড়িয়া)। অয়ি শোভনাঙ্গি অনুরোধ, মৎকৃত-পরিত্যাগজনিত দুঃখ তোমার হৃদয় হইতে দূর হউক। তখন, আমার মনের যে কেমন একটা ভয়ানক মোহ জন্মিয়াছিল। লক্ষ্মি কল্যাণকর বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হতভাগ্যদের প্রায় এইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তুমি কি জান না যে, অন্ধের মাথায় যদি এক ছড়া সুরভি ফুলের মালাও ছুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সে তখনই সাপ ভেবে তাড়াতাড়ি তাহা দূরে নিক্ষেপ করে ॥ ৯৬ ॥

শকুন্তলা।—আর্য্যপুত্র! উঠ। তোমার দোষ কি? প্রত্যাখ্যান-সময়ে আমার পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্য নিশ্চয়ই ফলোন্মুখ হইয়াছিল, এবং আমার যত কিছু পুণ্য, তাহা রোধ করিয়া আমাকে তাদৃশ বিপদে পাতিত করিয়াছিল, নতুবা তোমার ন্যায় দয়াময় তেমন নির্দ্দয় হইবে কেন? সমস্তই আমার কপালের লিখন, তুমি উঠ ॥ ৯৭ ॥

ইন্দুবালার সমক্ষে রতির এই উক্তির নীরব প্রতিধ্বনিতে সামাজিক হৃদয় ভরিয়া গেল। শকুন্তলা রাজাকে উঠাইলেন ও যতকিছু কষ্টভোগ, রমণীর চিরসাথী নিজের পোড়া কপালের উপর চাপাইয়া অনুতাপদগ্ধ নৃপতিকে সান্ত্বনা দিলেন। চোখের জল মুছাইবার সময়ে রাজার হাতের সেই অঙ্গুরীটির দিকে শকুন্তলা বার বার তাকাইতে লাগিলেন, রাজা পুনরায় শকুন্তলার অঙ্গুলীতে তাহা পরাইবার জিদ্ করিলেও তিনি রাজি হইলেন না। 'ও আংটী তোমার হাতেই থাকুক' বলিয়া রাজাকে প্রতিহত করিলেন। তখন রঙ্গস্থলবাসী, আলেখ্যবৎ নিস্পন্দ দর্শকগণের নয়নের সমক্ষে সেই আংটির কথা ও সেই সঙ্গে বিয়োগান্ত সমস্ত ব্যাপারটা জল্ জল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল। নিমেষমধ্যে, আলোকচিত্রের

রাজা।— (উত্তিষ্ঠতি)। ॥ ৯৮ ॥

শকুন্তলা।— অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমাবিও দুক্‌খভাই অঅং জণো। ॥ ৯৯ ॥

রাজা।— উদ্ধৃত-বিষাদ-শল্যঃ কথযামি।

মোহান্ মযা সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্ম-বিলগ্নমদ্য বাষ্পং প্রমৃজ্য বিগতানুশযো ভবেযম্ ॥

(যথোক্তমনুতিষ্ঠতি) ॥ ১০০ ॥

শকুন্তলা।—(নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা) অজ্জউত্ত। এদং তং অঙ্গুলীঅঅং। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— অস্মাঙ্গুলীযস্যোপলম্ভাৎ খলু স্মৃতিরুপলব্ধা। ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।— বিসমং কিঅং ণেণ জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চাঅণকালে দুল্লহং আসি ॥ ১০৩ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুতনু! ময়া মোহাৎ, অধরং পরিধাব-মানঃ তে যঃ বাষ্পবিন্দুঃ পূর্ব্বম্ উপেক্ষিতঃ, আকুটিল-পক্ষ্ম-বিলগ্নং তং বাষ্পং অদ্য প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্ ॥ ১০০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কথম্ আর্য্যপুত্রেণ স্মৃতঃ দুঃখভাগী অয়ং জনঃ ॥ ৯৯ ॥

আর্য্যপুত্র! এতৎ তৎ অঙ্গুলীয়কম্ ॥ ১০১ ॥

বিষমং কৃতমনেন যৎ তদা আর্য্যপুত্রস্য প্রত্যায়নকালে দুর্লভম্ আসীৎ ॥ ১০৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(উঠিলেন) ॥ ৯৮ ॥

শকুন্তলা।—এই দুঃখিনীকে আর্য্যপুত্রের মনে পড়িল কেমন করিয়া? ॥ ৯৯ ॥

রাজা।—শকুন্তলে! আমার বুকে যে বিষাদের শেল বিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আগে উদ্ধৃত করি, পরে সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি। মনে পড়ে প্রিয়ে! এক দিন তুমি আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া কতই না কাঁদিয়াছিলে, দরদরিতধারে প্রবাহিত অশ্রুর বিন্দু তোমার অধরপল্লব আপ্লুত করিয়াছিল, হায়! মোহ বশতঃ আমি তখন সে দিকে তাকাই নাই, উপেক্ষা করিয়াছিলাম, আজ আবার তেমনই ভাবে তোমার কুঞ্চিত-রোম-শোভিত নয়ন-পত্রে অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইয়াছে, সে দিন যাহা করি নাই, আজ সর্ব্বাগ্রে তাহা করিয়া, তোমার নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া হৃদয়ের দুঃসহ অনুতাপানল নির্ব্বাপিত করি, পরে সমস্তই খুলিয়া বলিব। (অশ্রু প্রমার্জ্জন) ॥ ১০০ ॥

শকুন্তলা।—(নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া) আর্য্যপুত্র! এই কি সেই অঙ্গুরীয়? ॥ ১০১ ॥

রাজা।—এই অঙ্গুরী-প্রাপ্তির পর হইতেই ত আমার সব মনে পড়িল ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।—কি ভয়ানক বিপদই না এই অঙ্গুরী ঘটাইয়াছিল! তোমার প্রত্যয় জন্মাইবার সময়ে আর একে খুঁজে পেলাম না ॥ ১০৩ ॥

ছবির মত সমস্ত গত ঘটনাটা তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন। প্রত্যাখ্যান-বিক্লবা শকুন্তলার তখনকার সেই বিষাদ-বিষণ্ণীর্ণা মূর্ত্তি, আর পতি-বিচ্ছেদ-কাতরা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী এখনকার পুত্রবতী শকুন্তলার এই দেবীমূর্ত্তি সম্মিলিত-ভাবে দর্শক-নয়নে এক নূতন চিত্রের মতন প্রতিভাত হইল।—সকলেই যেন কেমন নীরব,—ক্ষণকালের জন্য রঙ্গস্থল একটা অভূতপূর্ব্ব নীরবতায় যেন আচ্ছন্ন হইল। এমনই সময়ে দেবেন্দ্রসারথি মাতলি সস্মিতমুখে তথায় প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন,—'কি আনন্দ, কি আনন্দ! একে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগম, তাহার উপর আবার পুত্রের মুখ-সন্দর্শন,—মহারাজের আজ জয় জয়-কার! পরিপূর্ণতায়, সাফল্যে আজ মহারাজ কেমন বিমণ্ডিত। আপনার জয় হউক।' মাতলির জলদ-গম্ভীর ও প্রসন্ন-মধুর উক্তি যেন সমগ্র রঙ্গস্থলে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলেই মুক্তপ্রাণে ঐ স-রব উক্তির নীরব পুনরুক্তি করিলেন।

ক্রমে মাতলির সুব্যবস্থায়, রাজা জগতের আদি জনক-জননীর পাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন, আজ পুত্রবতী শকুন্তলাকে আগে আগে লইয়া রাজার যাইতে বাসনা, যাহা ঘরাতে ছিল, গ্রহের ফেরে তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আর

রাজা।— তেন হি ঋতু-সমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতা-কুসুমম্। ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।— ণ সে বিস্‌সসেমি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেউ। ॥ ১০৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাতলিঃ।— দিষ্ট্যা ধর্ম্মপত্নী-সমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ আয়ুষ্মান্ বর্দ্ধতে ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— অভূৎ সম্পাদিত-স্বাদু-ফলো মে মনোরথঃ। মাতলে! ন খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলেন বৃত্তান্তঃ স্যাৎ। ॥ ১০৭ ॥

মাতলিঃ।— (সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্। এহি আয়ুষ্মন্! ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনং বিতরতি। ॥ ১০৮ ॥

রাজা।— শকুন্তলে! অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ১০৯ ॥

শকুন্তলা।— হিরিআমি অজ্জউত্তেণ সহ গুরুসমীবং গন্তুম্। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— অয়ি! আচরিতব্যমভ্যুদয়কালেষু। এহি এহি।

[সর্ব্বে পরিক্রামন্তি ॥ ১১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন অস্য বিশ্বসিমি। আর্য্যপুত্রঃ এব এতদ্ ধারয়তু ॥ ১০৫ ॥

জিহ্রেমি আর্য্যপুত্রেণ সহ গুরুসমীপং গন্তুম্ ॥ ১১০ ॥

বঙ্গার্থ—রাজা।—তবে আর কেন? লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সহিত মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। (অর্থাৎ লতা-রূপিণী শকুন্তলা আজ ঋতুরাজ বসন্ত-প্রতিম দুষ্যন্তের সহিত মিলিত হইলেন, সুতরাং তাঁহার করকিশলয়ে অঙ্গুরীরূপী প্রসূন প্রস্ফুটিত হউক) ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।—এ অঙ্গুরীকে আর আমি বিশ্বাস করি না। তুমিই ধারণ কর ॥ ১০৫ ॥

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—কি আনন্দ! দীর্ঘজীবিন্! সহধর্ম্মচারিণীর সহিত মিলনে এবং পুত্রের মুখ সন্দর্শনে আজ আপনার জয়-জয়কার ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—সত্যই তাই। আমার আশালতা কি সুস্বাদু ফলেই সম্পন্না হইয়াছে! মাতলি! দেবরাজ ইন্দ্র কি এ ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন? ॥ ১০৭ ॥

মাতলি।—(হাসিয়া) সর্ব্বজ্ঞদের আবার কি অবিদিত থাকে? চলুন রাজন্! ভগবান্ মারীচ আপনাকে দর্শনদান করিবেন ॥ ১০৮ ॥

রাজা।—শকুন্তলে! পুত্রকে কোলে লও। তোমাকে সম্মুখে করিয়া ভগবান্‌কে দেখতে যাব ॥ ১০৯ ॥

শকুন্তলা।—তোমার সঙ্গে গুরুজনের কাছে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে ॥ ১১০ ॥

রাজা।—প্রিয়ে! সম্পদের সময়ে এ সব করা দরকার! চল, চল। (সকলের প্রস্থান) ॥ ১১১ ॥

কেন, অকপটভাবে প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।—'কুলক্ষয়া' শকুন্তলা এখন কুলের রাজলক্ষ্মী-রূপিণী, তাঁহার ছায়ায় ছায়ায় দুষ্যন্ত যাইবেন। তাই রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, 'পুত্রকে কোলে লইয়া আগে আগে চল।' সমাজ-রক্ষক কবি,—শকুন্তলার এক নূতন মূর্ত্তি একটি টানে আঁকিয়া দিলেন, তাঁহার দ্বারা বলাইলেন, 'তোমার সঙ্গে গুরুজনের সমক্ষে যাইতে আমার লজ্জা করে।' রাজার জিদে লজ্জানম্রমুখী শকুন্তলা চলিলেন!—যাইবার প্রোসেসনটাও বড় সুন্দর।—প্রথমে দেব-সারথি মাতলি, পরে পুত্র-পূর্ণোৎসঙ্গা শকুন্তলা,—তাঁর পিছনে ভারতেশ্বর—দুষ্যন্ত। ধীরে ধীরে—এই কয় মূর্ত্তি মারীচ-সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮১-১০৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি অদিত্যা সার্দ্ধমাসনস্থো মারীচঃ)

মারীচঃ।— (রাজানম্ অবলোক্য) দাক্ষায়ণি।

পুত্রস্য তে রণ-শিরস্যয়মগ্রযায়ী দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্ত্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্ত্তিত-কর্ম্ম জাতং তৎ কোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ॥ ॥ ১১২ ॥

অদিতিঃ।— সম্ভাবনীযানুভাবা অস্য আকৃতিঃ। ॥ ১১৩ ॥

মাতলিঃ।— আয়ুষ্মন্। এতৌ পুত্র-প্রীতি-পিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরৌ আয়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ। তাবুপসর্প। ॥ ১১৪ ॥

রাজা।— মাতলে। এতৌ—প্রাহুর্দ্বাদশধাস্থিতস্য মুনযো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্ত্তারং ভুবনত্রযস্য সুষুবে যদযজ্ঞ-ভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবাযাস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষ-মরীচি-সম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্॥ ॥ ১১৫ ॥

অন্বয়।—অয়ং দুষ্যন্তঃ ইতি অভিহিতঃ ভুবনস্য ভর্ত্তা তে পুত্রস্য রণশিরসি অগ্রযায়ী। যস্য চাপেন বিনিবর্ত্তিতকর্ম্ম (সৎ) কোটিমৎ তৎ কুলিশং মঘোনঃ আভরণং জাতম॥ ১১২॥

মাতলে! ইদং তৎ দক্ষ-মরীচি-সম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বং, যৎ (দ্বন্দ্বং) মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য (ধাতৃপ্রভৃতি দ্বাদশ-মূর্ত্তিধরস্য আদিত্য-রূপস্য) তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ, যৎ ভুবন-ত্রয়স্য ভর্ত্তারং যজ্ঞ ভাগেশ্বরং সুষুবে, যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ **পুরুষঃ** অপি ভবায় আস্পদং চক্রে॥ ১১৫॥

(অদিতির সহিত আসনোপবিষ্ট মারীচের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—মারীচ।—(রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি! ইঁহাকে জানো? ইনি পৃথিবীর পালনকর্ত্তা, নাম ইঁহার দুষ্যন্ত। তোমার পুত্র ইন্দ্রের যত কিছু বড বড যুদ্ধবিগ্রহ বাধে, ইনি সকলের অগ্রে ছুটিয়া সেই সব যুদ্ধে যান এবং তোমার পুত্রকে বিজয়ী করিয়া দেন। এক কথায়,—ইঁহারই ধনুকের মাহাত্ম্যে ইন্দ্রের বজ্রের আর কিছুই করিতে হয় না! (অর্থাৎ ইনিই ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধাদি করেন, ইন্দ্রের বজ্র ব্যবহারের আর প্রয়োজনই হয় না।) সেই তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত ভীষণ বজ্র কেবল ইন্দ্রের শোভাই জন্মায়, অন্য কোন কাজে লাগে না॥ ১১২॥

অদিতি।—কি গুরুগম্ভীর আকৃতি, ইহার দ্বারাই ইঁহার যে কি অসীম ক্ষমতা, তাহা কতকটা অনুমান করা যায়॥ ১১৩॥

মাতলি।—দীর্ঘজীবিন্! স্বর্গবাসী দেবগণের জনক-জননী, ঐ দেখুন, অপত্যস্নেহবর্ষী নয়নে আপনার দিকে চাহিয়া আছেন। ইঁহাদের নিকটে যান॥ ১১৪॥

রাজা।—মাতলি! এই কি সেই মিথুন? সৃষ্টির আদিভূত পুরুষ এবং প্রকৃতি? মুনিগণ এই মিথুনকেই না ধাতৃ, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপাদক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন? স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল—ত্রিভুবনের পালনকর্ত্তা দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাদেরই সন্তান। সেই পরম পুরুষ, জন্মমৃত্যু-বর্জ্জিত স্বয়ং বিষ্ণু, বামনরূপে, যে মিথুনের আশ্রয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ব্রহ্মার পৌত্র পৌত্রীরূপী এই সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি, এই সেই প্রজাপতি দক্ষ ও মরীচি হইতে উৎপন্ন জগতের আদি জনক-জননী। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচের পুত্র এই কশ্যপ॥ ১১৫॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলার সহিত রাজার মিলন হইয়াছে। যে শকুন্তলাকে একদিন 'আপন্ন-সত্ত্বা' বলিয়া রাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, আজ সেই শকুন্তলার অঙ্কে তাহারই সেই গর্ভের সন্তানকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা কতই-না ব্যাকুল! অগ্নির আশঙ্কায় যাহাকে স্পর্শও করেন নাই, ভুজগী ভ্রমে যাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অঙ্গুরীয়ক-দর্শনের পর হইতেই রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, সে ভুজগী নহে, সুশীতল চন্দন-লতিকা, স্পর্শে মন-প্রাণ পুলকিত হয়, জুড়াইয়া যায়, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? পাশা তখন হস্তচ্যুত!

মাতলিঃ।— অথ কিম্। ॥ ১১৬ ॥

রাজা।— (উপগম্য) উভাভ্যামপি বাসবানুযোজ্যো দুষ্মন্তঃ প্রণমতি ॥ ১১৭ ॥

মারীচঃ।— বৎস! চিরং জীব। পৃথিবীং পালয়। ॥ ১১৮ ॥

অদিতিঃ।— বৎস! অপ্রতিরথঃ ভব। ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।— দারঅ-সহিআ বো পাদবন্দনং করেমি। ॥ ১২০ ॥

মারীচঃ।— বৎসে! আখণ্ডল-সমো ভর্ত্তা জয়ন্ত-প্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমী-মঙ্গলা ভব ॥ ॥ ১২১ ॥

অদিতিঃ।— জাতে! ভর্ত্তুঃ অভিমতা ভব। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু।
উপবিশতম্। (সর্বে প্রজাপতিমভিতঃ উপবিশন্তি)। ॥ ১২২ ॥

মারীচঃ।— (একৈকং নির্দ্দিশন্)—দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ॥ ১২৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দারক-সহিতা বঃ পাদ-বন্দনং করোমি ॥ ১২০ ॥

অন্বয়।—বৎসে! তে ভর্ত্তা আখণ্ডল-সমঃ, তে সুতঃ জয়ন্ত-প্রতিমঃ, (অতঃ) অন্যা আশীঃ তে ন যোগ্যা, পৌলোমী-মঙ্গলা ভব (ত্বমিতি শেষঃ) ॥ ১২১ ॥

ব্যাখ্যা।—মাতলি।—ঠিক বটে ॥ ১১৬ ॥

রাজা।—(নিকটে গিয়া) বাসবের আজ্ঞাবহ দুষ্মন্ত আপনাদের উভয়কে প্রণাম করিতেছে ॥ ১১৭ ॥

মারীচ।—বৎস! দীর্ঘজীবী হও এবং পৃথিবী পালন কর ॥ ১১৮ ॥

অদিতি।—বাছা! অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—পুত্রের সহিত শকুন্তলা আপনাদের উভয়ের চরণ বন্দনা করিতেছে ॥ ১২০ ॥

মারীচ।—বৎসে! কি বলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার স্বামী ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপশালী, আর পুত্র তোমার ইন্দ্র-তনয় জয়ন্তের মত; সুতরাং অন্য কোন আশীর্ব্বাদ তোমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? তবে আশীর্ব্বাদ করি, ইন্দ্র-পত্নী শচীর ন্যায় তোমার সীঁথির সিন্দূর চিরদিন বজায় থাকুক ॥ ১২১ ॥

অদিতি।—জাছ আমার, পতির মনের মত হও। আর তোমার পুত্র মাতৃ-পিতৃ উভয়কুল উজ্জ্বল করুক। বসো তোমরা। (সকলের উপবেশন) ॥ ১২২ ॥

মারীচ।—(এক এক জনকে অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—আজ কি আনন্দের দিন! এই সাধ্বী শকুন্তলা, এই বিশুদ্ধজন্মা সন্তান সর্ব্বদমন এবং রাজন্! তুমি স্বয়ং—তোমাদের এই তিন জনের সম্মিলন আজ শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধির একত্র মিলনের ন্যায় বড়ই শ্লাঘনীয় হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম,—আজ বড়ই আনন্দ! আনন্দ! ॥ ১২৩ ॥

জগতের আদি নর-নারী মারীচ এবং অদিতি, আজ সাধ্বী শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের হস্তে প্রদান করিলেন। মালিনী-তটের মিলনে, আশ্রমপতির পরোক্ষে সেই সন্দোপনে মিলনে অনেক মালিন্য ছিল। কামাপহৃত-হৃদয়া শকুন্তলার সহিত কামবিমূঢ়-হৃদয় দুষ্মন্তের মিলন হইয়াছিল। প্রতপ্ত লৌহের সহিত প্রতপ্ত লৌহখণ্ডের সংযোগ ঘটিয়াছিল। যে মিলনের প্রধান ঘটক হইল কাম, যে প্রশ্নের প্রধান এবং প্রথম দূতী হইল ভোগ-লিপ্সা, সে প্রশ্নের ফল মধুর বা চিরন্তন হইতে পারে না। কামভোগের অবসানে, ভোগলিপ্সার চরিতার্থতায়,—পর্য্যুষিত পুষ্পের ন্যায় সে প্রণয় মলিন হইয়া পড়ে। প্রথমকার সেই নয়নরঞ্জন ও হৃদয়বিমোহন চাকচিক্য তখন আর তাহাতে থাকে না। তখন দৃষ্টিরোধী ও হৃদয়-বিদারী তীব্রতেজের ন্যায় তাহা ক্রমেই নয়নের তৃপ্তির ও শান্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ব্বাসার শাপেই হউক বা অন্য যাহাতেই হউক, তাই কামবিমূঢ় হৃদয় দুষ্মন্তের চক্ষে পরিভুক্ত-যৌবনা শকুন্তলা ভয়ঙ্করী কুলনাশিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। 'অনাঘ্রাত পুষ্পের বা নখাস্পৃষ্ট কিসলয়ে'র মোহ আর তখন ছিল না, তাই আঘ্রাত কুসুমবৎ, নখচ্ছিন্ন পল্লববৎ শকুন্তলা-কুসুম পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

রাজা।— ভগবন্। প্রাগভিপ্রেত-সিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনম্ অতঃ অপূর্ব্বঃ খলু বঃ অনুগ্রহঃ। কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্ত-নৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমঃ তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥ ॥ ১২৪ ॥

মাতলিঃ।— এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি। ॥ ১২৫ ॥

রাজা।— ভগবন্। ইমাম্ আজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্ব্বেণ বিবাহ-বিধিনা উপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতি-শৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্ অপরাদ্ধোঽস্মি যুষ্মৎ-গোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাৎ অঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ উঢ়-পূর্ব্বাং তদ্দুহিতরম্ অবগতোঽহম্। তৎ চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে তস্মিন্নতিক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥ ॥ ১২৬ ॥

মারীচঃ। - বৎস। অলমাত্মাপরাধ-শঙ্কয়া। সম্মোহোঽপি ত্বয়ি উপপন্নঃ। শ্রূয়তাম্ ॥ ১২৭ ॥

অন্বয়।—পূর্ব্বং কুসুমম্ উদেতি, ততঃ ফলম্ (আবির্ভবতি), প্রাক ঘনোদয়ঃ (ভবেৎ), তদনন্তরং পয়ঃ (পততি)। অয়ম্ (এব) নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ (পৌর্ব্বাপর্য্যম্) তু (কিন্তু) তব প্রসাদস্য পুরঃ সম্পদ্ (জায়তে, অত্র তৎ পৌর্ব্বাপর্য্যবিরোধঃ দৃশ্যতে)॥ ১২৪ ॥

যথা সমক্ষ-রূপে গজঃ ন ইতি, তস্মিন্ অতিক্রামতি (সতি) সংশয়ঃ স্যাৎ (তু পশ্চাৎ) পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ, মে মনসঃ বিকারঃ তথাবিধঃ (জাতঃ)॥ ১২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্। দেবদর্শনের পর অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু আজ পূর্ব্বেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল, পরে আপনার দর্শনলাভ ঘটিল, সুতরাং আপনার এই অনুগ্রহ এক অতি অপূর্ব্ব বস্তু। কেননা, প্রথমে ফুল ফোটে, পরে ফল ফলে, প্রথমে মেঘোদয় হয়, পরে জল দেখা দেয়। কারণ এবং কার্য্যের এই পারম্পর্য্য, কিন্তু আপনার অনুগ্রহের—দর্শনদানরূপ প্রসাদের পূর্ব্বেই শকুন্তলা-লাভরূপ ফল-সিদ্ধি ঘটিল, ইহা এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার॥ ১২৪ ॥

মাতলি।—বিধাতারা যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন এইরূপই হইয়া থাকে॥ ১২৫ ॥

রাজা।—ভগবন্! আপনাদের দাসী এই শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে আমি বিবাহ করি, কিছুকাল পরে ইঁহার আত্মীয়েরা যখন লইয়া আসেন, তখন বিস্মৃতি নিবন্ধন আমি ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করি, সেইজন্য আপনারই গোত্র-সম্ভূত কণ্বের নিকট আমি বড়ই অপরাধী আছি। শেষে, মদীয় অঙ্গুরীয়ক দর্শনে আমার স্মৃতি ফিরিয়া আসে এবং মনে পড়ে যে, শকুন্তলাকে আমি সত্যই বিবাহ করিয়াছিলাম। দেব! এ সমস্তই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। কোন একটা হস্তী যখন সম্মুখে আসিল, তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম না, শেষে তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম যে, ও একটা হাতীই বটে, তদ্রূপ আমার মনের এই বিপর্য্যয়ভাব। এ কি অদ্ভুত গুরুদেব!॥ ১২৬ ॥

মারীচ।—বৎস! ইহাতে তোমার নিজের কোনই দোষ নাই। তখন তোমার মনে একটা বিষম মোহ জন্মিয়াছিল। খুলিয়া বলিতেছি। শোন॥ ১২৭ ॥

পৌরাণিক রাজ-চরিত্র অক্ষতত্ব করিবার জন্য যদিও কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপের আশ্রয় লইয়াছেন, তবুও কিন্তু যে বস্তুর যে ধর্ম্ম, যে কার্য্যের যে ফল, তাহা কবির চিত্র-মাহাত্ম্যে চিত্রিত মূর্ত্তি হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহা কবির ইচ্ছা-কৃত কি না জানি না, তবে ইহা যে সৎ-সাহিত্যের নীরব বাণী, সৎকবির নীরব-নিস্পন্দ ইঙ্গিত, এ কথা বলিতে বাধ্য। স্বর্গীয় প্রেমরত্ন লাভ করিতে হইলে, অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, সমতল ভূমি হইতে, পার্থিব রঙ্গস্থল হইতে অনেক ঊর্দ্ধে, অনেক ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়। এ মাটির ক্ষিতি, বড়ই স্থূল, কঠোর, কঙ্করময়, কণ্টকাকুল,—ইহা ছাড়িয়া লোকান্তরে যাইতে হয়। চিরস্নিগ্ধ, চিরশীতল মানস-সরোবরের স্বপ্নময় কোলে পৌছাইতে হইলে, অনেক পাহাড়-পর্ব্বত,

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ১২৮ ॥

মারীচঃ।— যদেব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ মেনকা প্রত্যক্ষ-বৈরব্যাং শকুন্তলামাদায় দাক্ষায়ণী-মুপগতা, তদেব ধ্যানাদবগতোঽস্মি—দুর্ব্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্ম্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা নান্যথা ইতি। স চায়ম্ অঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ। ॥ ১২৯ ॥

রাজা।— (সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি। ॥ ১৩০ ॥

শকুন্তলা।— (স্বগতম্) দিট্ঠিআ, অকালণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। ণহু সত্তং অত্তাণং সুমরেমি। অহবা পত্তো মএ স হি সাবো বিরহসুণ্ণহিঅআএ ণ বিদিদো জদো সহীহিং সংদিট্ঠ ম্মি ভত্তুণো অঙ্গুলীঅঅং দংসইদব্বং ত্তি। ॥ ১৩১ ॥

মারীচঃ।— বৎসে! বিদিতার্থাসি। তদিদানীং সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্য্যঃ। পশ্য—

শাপাদস্যি প্রতিহতা স্মৃতিরোধ-রুক্ষে ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত-প্রসাদে শুদ্ধে তু দর্পণ-তলে সুলভাবকাশা ॥ ॥ ১৩২ ॥

প্রাক্তভাষানুবাদ।—দিষ্ট্যা, অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্য্যপুত্রঃ। ন হি শপ্তমাত্মানং স্মরামি। অথবা প্রাপ্তঃ ময়া স হি শাপঃ বিরহ-শুষ্ক-হৃদয়য়া ন বিদিতঃ, যতঃ সখীভ্যাং সন্দিষ্টা অস্মি—ভর্ত্রে অঙ্গুলীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি ॥ ১৩১ ॥

অন্বয়।—ভর্ত্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধ-রুক্ষে (সতি) প্রতিহতা অসি, (অথ) অপেততমসি (বিগতমোহে) তস্মিন্ তব এব প্রভুতা, (দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি) মলোপহতপ্রসাদে দর্পণ-তলে ছায়া (প্রতিবিম্বং) ন মূর্চ্ছতি (প্রসরতি), শুদ্ধে তু তস্মিন্ (সা ছায়া) সুলভাবকাশা (ভবতি) ॥ ১৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—রাজা।—বলুন, শুনিতেছি ॥ ১২৮ ॥

মারীচ।—যখনই মেনকা অপ্সরস্তীর্থে সোপান হইতে রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে লইয়া দাক্ষায়ণীর নিকটে উপস্থিত হইল, তখনই ধ্যানযোগে আমি জানিতে পারিলাম যে, দুর্ব্বাসার অভিশাপ বশতই তোমার দুঃখিনী ধর্ম্মপত্নীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, নতুবা এমন হইত না। সেই অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনমাত্রেই অবসিত হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥

রাজা।—(উচ্ছ্বাসের সহিত) যা হোক্, একটা বিষম নিন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম ॥ ১৩০ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) আহা! আর্য্যপুত্র অকারণ আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই—এ কথা ভাবিতেও আমার কত সুখ! কিন্তু কখন্ আমি অভিশপ্ত হইলাম, তাহা ত কিছুই মনে পড়িতেছে না। অথবা হয় ত শাপ-গ্রস্ত হইয়া থাকিব, তবে তখন বিচ্ছেদ-দুঃখে আমার এমনই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল যে, কিছুই শুনিতে বা বুঝিতে পারি নাই, কেননা, বিদায়কালে সখীরা বলিয়া দিয়াছিল,—'এই আংটিটা তোর স্বামীকে দেখাস্।' তা বল্‌বার হেতু কি? ॥ ১৩১ ॥

মারীচ।—বৎসে! সমস্তই ত এতক্ষণে বুঝিতে পারিলে, অতএব তোমার সহধর্ম্মচারী পতির প্রতি আর রাগ-রঙ্গ করিও না। দেখ মা! অভিশাপনিবন্ধনই তোমার স্বামীর স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি অত কঠোর হইয়া তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং তোমার স্বামীর উপর এখন তোমারই পূর্ণ প্রভুত্ব। যতক্ষণ দর্পণে কোনরূপ মালিন্য থাকে, ততক্ষণ তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না সত্য, কিন্তু মালিন্যমুক্ত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ববিকাশ ত হইয়াই থাকে। দুষ্মন্তের হৃদয়-দর্পণ এখন শাপরূপ মালিন্য-মুক্ত, সুতরাং তোমার প্রতিবিম্ববিকাশে তাহা এখন পরিপূর্ণ ॥ ১৩২ ॥

অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। ব্যবসায়-হিসাবে, আভিজাত্যের কঞ্চুকাবৃত-দেহে এবং কামভাবদুষ্ট হৃদয়ে ও স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করা যায় না। যতদিন দুষ্মন্ত-শকুন্তলার হৃদয়ে সেই কামভাব, সেই বিষতুল্য ভোগলিপ্সা ছিল, ততদিন তাঁহাদের মিলন ঘটে নাই। হাতে চাঁদ পাইয়াও, উভয়ের কেহই ধরিতে পারেন নাই। পরে যখন তাঁহারা উভয়েই

রাজা।— যথাহ ভগবান্। ॥ ১৩৩ ॥

মারীচঃ।— বৎস। কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া বিধিবদস্মাভিঃ অনুষ্ঠিত-জাত-কর্ম্মা—পুত্র এষ শাকুন্তলেয়ঃ। ॥ ১৩৪ ॥

রাজা।— ভগবন্। অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা। ॥ ১৩৫ ॥

মারীচঃ।— তথা ভাবিনমেনং চক্রবর্ত্তিনমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্য—

রথেনানুদ্‌ঘাত-স্তিমিত-গতিনা তীর্ণজলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।— ভগবতা কৃতসংস্কারে সর্ব্বমস্মিন্ বয়মাশাস্মহে। ॥ ১৩৭ ॥

অদিতিঃ।— ভগবন। অস্যাঃ দুহিতৃমনোরথ-সম্পত্তেঃ কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্।
দুহিতৃবৎসলা মেনকা ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি। ॥ ১৩৮ ॥

অন্বয়।—অয়ং (তে পুত্রঃ) অপ্রতিরথঃ সন্ অনুদ্‌ঘাত-স্তিমিত-গতিনা রথেন তীর্ণ-জলধিঃ পুরা সপ্তদ্বীপাং বসুধাং জয়তি, ইহ সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্ব্বদমনঃ পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ (পৃথিবীপালনাৎ) ভরতঃ ইতি আখ্যাং যাস্যতি ॥ ১৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবান্ ঠিকই বলিয়াছেন ॥ ১৩৩ ॥

মারীচ।—বৎস দুষ্মন্ত। এই শকুন্তলা-তনয়ের জাতকর্ম্মাদি আমাদের কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখন তুমি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ ত? ॥ ১৩৪ ॥

রাজা।—ভগবন্। আমি মনে করি, এই শিশুই আমার বংশ উজ্জ্বল করিবে ॥ ১৩৫ ॥

মারীচ।—দুষ্মন্ত। তবে শোন,—একদিন অপ্রতিহত-গতি রথের দ্বারা দুস্তর জলধি পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া, তোমার এই পুত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পর্য্যন্ত জয় করিবে। এই বনের সিংহাদি সর্ব্ববিধ জন্তুকে সবলে দমন করিয়াছে বলিয়া, এই শিশুর নাম আমরা 'সর্ব্বদমন' রাখিয়াছি। পরে, এই বিশাল পৃথিবীর ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া ইহার নাম হইবে ভরত ॥ ১৩৬ ॥

রাজা।—ভগবন। আপনি যে বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে এ সমস্তই সম্ভব ॥ ১৩৭ ॥

অদিতি।—ভগবন্। কন্যার এই মনোরথ-চরিতার্থতার সংবাদ কণ্ব যাহাতে আমূল জানিতে পারেন, তাহা করুন। শকুন্তলার দয়াময়ী জননী মেনকা আমাদের পরিচর্য্যার জন্য এখানেই উপস্থিত আছে, অনুমতি হইলে, সেই গিয়া বলিতে পারে ॥ ১৩৮ ॥

বিচ্ছিন্ন-লালস, অথচ উভয়ের জন্য আকুল, কুজ্ঝটিকার অপসারণে যখন তাঁহাদের হৃদয়াকাশ নির্ম্মল, তখন তাঁহাদের মিলন হইল। স্বর্গ হইতেও সুখময় স্থানে স্বর্গীয় হৃদয়দ্বয়ের একীভাব সম্পন্ন হইল। মালিনীতটের সেই সবিলাসভাব, সে উপভোগ-স্পৃহা আর নাই, একটা প্রবল শীতঋতুর অবসানে মধুর-বসন্তের আবির্ভাব হইল এবং দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শৈত্যক্লিষ্ট হৃদয়-নিকুঞ্জ তাহাতে হাসিয়া উঠিল। যদি নির্ব্বৃতির অমৃত-হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক বুক জুড়াইতে চাও, মর-জীবনে অমরতার আস্বাদ পাইতে চাও, তবে বুকের ভিতরের আবিলতা,—যত কিছু আবর্জ্জনা, তাহা দূর কর, বুক মাজিয়া নির্ম্মল কর, দেবতার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত কর, নতুবা তাহাতে দেবতা আসিবেন কেন? আসিলেই বা বসিবেন কেন? তাই এতদিন দুষ্যন্ত-শকুন্তলা বিরহানলে হৃদয়-ধাতু পোড়াইয়া, খাদ মারিয়া খাঁটি করিয়া লইলেন, মল-দূষিত দর্পণ কৃচ্ছ্রতার হীরকচূর্ণে মাজিয়া লইলেন, তাই ত তাহাতে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইল।

জগতের আদি নর-নারী মারীচ এবং অদিতি, আজ সাধ্বী শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের হস্তে অর্পণ করিলেন। অনল-বিশুদ্ধা সীতার প্রাপ্তিতে সীতাপতি রামের হৃদয়বৎ শকুন্তলা-প্রাপ্তিতে শকুন্তলা-পতি দুষ্যন্তের হৃদয় পুণ্যে, আনন্দে, পবিত্রতায়, তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। সুবিশুদ্ধ প্রেমের—কাম-গন্ধবর্জ্জিত প্রেমের দিব্য প্রভায় এবং সতী-হৃদয়ের বিমল ও পুণ্য দ্যুতিমালায় দুষ্যন্তের শরীর পুলকিত ও হৃদয় আলোকিত হইল। তিনি যাহাকে অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণা বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই সতীর সেই গর্ভের সেই সন্তানকেই কোলে লইয়া পবিত্র ও কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) মণোগঅং মে ভণিঅং ভঅবদীএ। ॥ ১৩৯ ॥

মারীচঃ।— তপঃপ্রভাবাৎ প্রত্যক্ষং সর্ব্বমেব তত্রভবতঃ। ॥ ১৪০ ॥

রাজা।— অতঃ খলু মম অনতিক্রুদ্ধো মুনিঃ। ॥ ১৪১ ॥

মারীচঃ।— তথাপ্যসৌ প্রিয়মস্মাভিরাপ্রষ্টব্যঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ। ॥ ১৪২ ॥

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ।— ভগবন্, অয়মস্মি। ॥ ১৪৩ ॥

মারীচঃ।— গালব! ইদানীমেব বিহায়সা গন্তা মম বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয়—
যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্মন্তেন প্রতিগৃহীতা ইতি ॥ ১৪৪ ॥

শিষ্যঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। ॥ ১৪৫ ॥

মারীচঃ।— বৎস! ত্বমপি সাপত্যদারসহিতঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।— যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। ॥ ১৪৭ ॥

মারীচঃ।— তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব।
যুগ-শত-পরিবর্ত্তানেবমন্যোন্যকৃত্যৈর্নয়তমুভয়লোকান্যুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ১৪৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মনোগতং মে ভণিতং ভগবত্যা ॥ ১৩৯ ॥

অন্বয়।—বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ (সন্ততযজ্ঞঃ সন্) স্বর্গিণঃ প্রীণয়স্ব। উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ এবম্ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ যুগশতপরিবর্ত্তান্ নয়তম্ (যুবাং পালয়তম্) ॥ ১৪৮ ॥

ব্যাখ্যা।—শকুন্তলা।—(মনে মনে) ভগবতী আমার প্রাণের কথাটা বলিয়াছেন ॥ ১৩৯ ॥

মারীচ।—তপোবনে তিনি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ১৪০ ॥

রাজা।—সেই জন্যই বুঝি, মহর্ষি কণ্ব আমার উপর তত ক্রুদ্ধ হন নাই? ॥ ১৪১ ॥

মারীচ।—তা' হলেও, এই সুখবরটা তাঁহাকে আমাদের দেওয়া উচিত। কে আছ এখানে? ॥ ১৪২ ॥

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্, আমি আছি ॥ ১৪৩ ॥

মারীচ।—গালব! এখনই আকাশ-পথে তুমি মাননীয় মহর্ষি কণ্বের নিকটে গিয়া এই সুখবরটা বল যে, দুর্ব্বাসার শাপনিবৃত্তি হওয়ায় দুষ্মন্তের সমস্ত পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত মনে পড়িয়াছে, এবং তিনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

শিষ্য।—যে আজ্ঞা ভগবন্ ॥ ১৪৫ ॥

মারীচ।—বৎস দুষ্মন্ত! তুমিও পুত্র এবং পত্নীকে লইয়া তোমার সখা ইন্দ্রের রথে নিজের রাজধানীতে প্রস্থান কর ॥ ১৪৬ ॥

রাজা।—ভগবানের যেমন আদেশ ॥ ১৪৭ ॥

মারীচ।—আর—অনন্য-তেজঃসম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র তোমার প্রজাপুঞ্জকে যেন যথাকালে প্রচুর বর্ষণের দ্বারা শস্যশালী করেন, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে যেন তোমার প্রজাকুলের কোন ক্ষতি না হয়, এবং তুমিও বৎস! নিরন্তর যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গবাসীদিগকে পরিতৃপ্ত করিও। তোমরা উভয়ে, স্বর্গ এবং মর্ত্ত উভয় লোকের ঐ প্রকার উপকারের দ্বারা গর্ব্বজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শত সহস্র যুগ স্বস্ব রাজ্যপালন করিতে থাকহ। তুমি স্বর্গের এবং ইন্দ্র মর্ত্তের উপকারে আত্মনিয়োগ কর এবং করুন ॥ ১৪৮ ॥

মুক্তবেণী এতদিনে আবার যুক্তবেণীতে পরিণত হইল। আর কবিকুলোত্তম কালিদাস, সেই বিশুদ্ধ অনলপরীক্ষিত হেমবৎ সমুজ্জ্বল প্রেমের বর্ণন করিয়া, ভারতের অথবা ভারতীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এমন আনন্দের শুভ মুহূর্ত্তে, তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আমরাও তারস্বরে বলি—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত-মহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগত-শক্তিরাত্মভূঃ ॥

বাজা।— ভগবন। যথাশক্তি শ্রেযসে যতিষ্যে। ॥ ১৪৯ ॥

মাবীচঃ।— কিং তে ভূযঃ প্রিযমুপহবামি। ॥ ১৫০ ॥

বাজা।— অতঃ পরমপি প্রিযমস্তি। যদি ভগবান্ প্রসন্নঃ, প্রিযং কর্তুমিচ্ছতি। তর্হীদমস্তু—

(ভবতবাক্যম্)

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায পার্থিবঃ সবস্বতী শ্রুত-মহতাং মহীয্যতাম্।

মমাপি চ ক্ষপযতু নীল-লোহিতঃ পুনর্ভবং পবিগত-শক্তিবাত্মভূঃ ॥ [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥১৫১॥

ইতি সপ্তমঃ অঙ্কঃ।

সম্পূর্ণম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

অন্বয়।—পার্থিবঃ প্রকৃতি-হিতায় (প্রজানাং ক্ষেমায়) প্রবর্ত্ততাম্। শ্রুত-মহতাং জ্ঞান-বরিষ্ঠাণাং সরস্বতী (বাণী) মহীয্যতাম্ (আদ্রিয়তাম্)। পরিগত-শক্তিঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) আত্মভূঃ (অজঃ শাশ্বতঃ) নীললোহিতঃ (শিবঃ) মম অপি পুনর্ভবং (অত্র পুনরাগমনং) ক্ষপয়তু (নিবর্ত্তয়তু, নিবারয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্! যথাসাধ্য আমি মঙ্গলের জন্য যত্ন করিব ॥ ১৪৯ ॥

মারীচ।—রাজন্! আর কি প্রিয়পদার্থ উপহার দিব, বল ॥ ১৫০ ॥

রাজা।—ইহার পরেও কি আমার আর কিছু প্রিয় থাকিতে পারে? তবে আপনি সর্ব্বশক্তিধর, প্রসন্ন হইয়া যদি অন্য কোনো প্রিয় কার্য্যসাধনে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহাই হউক—

(ভরতবাক্য)

'রাজা প্রজাবৃন্দের মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। বেদ-প্রসিদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বত্র পূজিতা হউন। আর শক্তিসম্পন্ন আত্মভূ, নীললোহিত শঙ্কর আমার ভবযন্ত্রণা দূর করুন।'—'(কালিদাস)" [সকলের প্রস্থান ॥ ১৫১ ॥

এই বর প্রভু, এই বর দাও জগন্নাথ,—যে, পার্থিব,—মাটির ক্ষিতির রাজা, প্রকৃতির, চিরন্তন, শাশ্বত প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিন, প্রজাদিগের অপার্থিব হৃদয়-রাজ্যের অক্ষয় সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা লাভ করুন। আর জ্ঞান-গরিষ্ঠ মনস্বীদিগের লোকহিতৈষিণী ভারতী চিরদিন পূজিতা হউন। ভারতবর্ষের যাহাতে বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতীর যেন কোন অমর্য্যাদা কোন দিন না হয়। হে দেব! ইহার অধিক আমার কামনার কিছুই নাই, ভারতবাসীর পক্ষে ইহাই পরম শ্রেয়ঃ, ইহাই চরম প্রেয়ঃ। মা ভারতি! তোমার কৃপায় ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তোমার বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি, তোমার স্মৃতিদর্শন, কাব্যপুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি যদি না থাকিত, তবে এতদিনে ভারতবাসীরা আরণ্যজন্তুর পর্য্যায়ে পরিগণিত হইত। তুমি তাহা হইতে দাও নাই। ভারতবাসী তোমার কৃপামৃতপান করিতে পাইলে অনশনকেও ভূরিভোজনাপেক্ষা তৃপ্তিকর মনে করে। তাহারা ঐশ্বর্য্যের ভিখারী নহে, তোমার কৃপার ভিক্ষাই তাহাদের চিরকাম্য, চির-ধ্যেয়,—

"বাঞ্ছাকল্প-লতা তুমি, হেন ত্রিভুবনে
কে আছে মা! চায় না যে আশিস্ তোমার?
তব আশীর্ব্বাদে মা গো! তোমার কৃপায়,
পুণ্যবতি! ত্রিজগতে সকলি সম্ভবে।
দীন—অতি-দীন যে মা! পার্থিব সম্পদে,
তোমার কটাক্ষে লভি' অপার্থিব ধন
সুখী সে রাজেন্দ্র-সম। কিংবা বিশ্বময়ে।
কি হেন আছে এ বিশ্বে, রাজ-রাজেশ্বর-
ভাণ্ডারে বা হেন রত্ন, স্পৃহণীয় যাহা
তব কৃপা-বিনিময়ে বিনশ্বর ভবে?" —(আহুতি) ॥ ১৫২-১৫১ ॥

সপ্তম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

উপসংহার

এতক্ষণে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য, সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল সমাপ্ত হইল।—এই উপাদেয় গ্রন্থ যেরূপভাবে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, হইলে সহৃদয়-হৃদয়ের তৃপ্তিপ্রদ হইত, আমি তাহা করিতে পারি নাই। আচার্য্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যাত্তান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥

ইক্ষু, ক্ষীর, গুড় প্রভৃতি রস্য পদার্থের মধুরতার অনেক প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং সরস্বতীও তাহাদের সেই প্রভেদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। যখন আচার্য্য দণ্ডীরই এই মত, তখন অস্মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? গত ত্রিশ বৎসর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ফলে, স্থূলতঃ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে,—হৃদয়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাহা যদি থাকিত, তবে হয় ত বা বুঝাইতে পারিতাম যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কি বস্তু, কি অপূর্ব্ব পদার্থ, ভারতীয় সাহিত্য-রত্নাকরের কি অবিদ্ধ রত্ন! ইহাই যে কালিদাসের শেষ কাব্য, ইহা বাণীর বরপুত্র নিজেই ভরতবাক্যের অবতারণায় একপ্রকার বলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলা লিখিয়া প্রেমিক কবির একটা যে পরম চরিতার্থতা জন্মিয়াছিল, নিজকে ধন্য, কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত ভরত-বাক্যের বর্ণে বর্ণে যেন প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মানুষের যখন চরম সার্থকতা জন্মে, কোন বিষয়ে আশাতীত সাফল্য ঘটে, তখন তাহার সেই সাফল্যমণ্ডিত হৃদয় হইতে আপনিই ধ্বনিত হয়,—

"—মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান।"

কবি তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভারতীর অক্ষয় ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী তিনি, মনে যত কিছু সাধ ছিল, সমস্ত দিয়া তাঁহার শকুন্তলাকে সাজাইয়াছিলেন। কবিগণ নিরপেক্ষভাবে কবিতা চিত্র করেন সত্য, তবুও কিন্তু কোন্ দিকে কবির সমবেদনার তুলাদণ্ড ঈষদানত, তাহা চিত্র-দর্শনেই কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়। কালিদাসেরও নিরপেক্ষ তুলিকা, বুঝিবা নিরপরাধা কণ্বদুহিতার দিকে একটু বেশী হেলিয়াছিল। নারীর নারীত্ব ফুটাইতে যতটুকু দরকার, তার চেয়েও অনেক কম কথা বলিয়া, তিনি যেন মনে হয়, শকুন্তলা সম্বন্ধে নীরব ভাষায় অনেক অধিক বলিয়াছেন। ভাব ও শব্দের অতুল সম্পদে সম্পৎ-শালিনী করিয়া যখন শকুন্তলাকে তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন প্রেমিক ও মনস্বী কবি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কি অপূর্ব্ব প্রতিমা গঠন করিয়াছেন। তখন একটা অভূতপূর্ব্ব সার্থকতার অনাবিল নির্ঝরে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল, জীবন ধন্য মনে হইল, জীবনের কর্ত্তব্য সু-সমাপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আর কেন? এতবড় সার্থকতার অসীম আনন্দ মানুষ সসীম হৃদয়ে ধরিতে পারে না, তখন সে অবুঝিপূর্ব্বক ভাবে, এমন দিনে মরণ কি সুখের। আজ—

"—মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান॥"

তাই ভরতবাক্যের শেষার্দ্ধে তাঁহার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার উঠিল—

"মমাপি চ ক্ষপয়তু নীল-লোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥"

হে শঙ্কর! হে সর্ব্বশক্তির শাশ্বত পুরুষ, আমাকে আর যেন আসিতে হয় না, তোমার পাদপদ্মে আমাকে স্থান দাও।

এ অংশে, শকুন্তলা তাঁহার শেষ কাব্য বলিয়াই মনে হয়। শ্রব্যকাব্যের মধ্যে তিনখানি—কুমার, মেঘদূত, রঘু,—অবিসংবাদে, কালিদাসের গ্রথিত বলিতে নিপুণ পাঠকমাত্রেই বাধ্য; এবং ঐ তিনখানির আবার রঘুই শেষ শ্রব্যকাব্য, রঘুর পূর্ব্বে কুমার ও মেঘদূত রচিত। আবার দৃশ্যকাব্য তিনখানি—বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং শকুন্তলার মধ্যে শকুন্তলাই শেষ রচিত, বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন বয়সের রচনা, শকুন্তলা তাঁহার পরিণত বয়সের অক্ষয় তুলিকায় চিত্রিত। পুনশ্চ—উক্ত শ্রব্য এবং দৃশ্য মিলাইয়া ছয়খানির মধ্যে শকুন্তলাই সর্ব্বশেষ কাব্য। ইহার পরে আর তিনি কাব্য নাটকাদি লিখেন নাই। তার পর, অদ্য কতগুলি পুস্তক তাঁহার নামে প্রচলিত দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহারা কালিদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করা বড়ই কঠিন। কয়েকখানি ত একেবারেই তাঁহার নহে, ঋতুসংহার সম্বন্ধে কখনও কখনও একটু সন্দেহ জন্মে। নতুবা নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা প্রভৃতির রচয়িতা যে শকুন্তলার নির্ম্মাতা কালিদাস নহেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে আরও দুই এক জন কালিদাসের সন্ধান যখন মেলে, তখন, তাঁহাদের কেহ বা কাহারা ঐ সব গ্রন্থ রচ না করিয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার বক্তব্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

কালিদাসের কি গদ্য কি পদ্য, উভয়ই অনুপম ও অননুকরণীয়। গদ্য পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই যে, ইহা গদ্য, একটা একটানা কবিতার সুরে সে গদ্য গাঁথা। একটিমাত্র কবিতাও না লিখিয়া, যদি তিনি, যেটুকু গদ্য লিখিয়াছেন, শুধু তাহাই লোক-সমাজে প্রচারিত হইত, তবে তবুও তিনি কালিদাসই থাকিয়া যাইতেন, কেবল পদ্য-রচয়িতা মাঘ বা শ্রীহর্ষ হইতেন না।

তাঁহার শকুন্তলার কথা যখন ভাবি, তখন এই নাটকের বিশালতায়, ইহার চিত্রপটের বিপুলতায় এবং ইহার স্বর্গ-মর্ত্তব্যাপিনী কল্পনার বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। মর্ত্তের মালিনীতীর হইতে স্বর্গাধিপতির রাজসভা পর্য্যন্ত এই নাটকের চিত্রপট প্রলম্বিত। কবির করুণায় মর্ত্তভূমিও আজ স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, অথবা বুঝি স্বর্গাপেক্ষাও অধিকতর শান্তিময়, সুখময়, নির্বৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে। তাই রাজার মুখ দিয়া কবির ঝঙ্কার শুনিতেছি—"স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতি-স্থানম্।" এক কথায়, স্বর্গমর্ত্ত জুড়িয়া এই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রঙ্গভূমি। ইহার প্রভায় স্বর্গমর্ত্ত আজ এক হইয়া গিয়াছে। জড় ধরণীর জড়তাজনক ধূলি যিনি গাত্র হইতে ঝাড়িতে সমর্থ হন, তিনিই স্বর্গ দর্শনের অধিকারী। দুষ্যন্ত ভাগ্যবলে তাহা পারিয়াছিলেন। তাই স্বর্গ-সম্পদের অধিকারী হইলেন এবং জড়তাময়ী পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিলেন। কালিদাসের কৃপায় আমরা স্বর্গমর্ত্তবিসারী এই বিরাট্ চিত্রপটে শকুন্তলারূপিণী চৈতন্যময়ী প্রতিমার সাক্ষাৎকার পাইলাম। স-সীম ধরিত্রী হইতে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে এই চিত্রের অধিদেবতার মুকুট গিয়া অসীমের পাদপীঠে ঠেকিয়াছে। স্বর্গতলের সহিত ধরাতল মিশাইয়া দিয়াছে। তাই ভাবুক সহৃদয়গণ বলিয়াছেন—

'কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।'

একদিন সেই প্রথম যখন দেখিলাম—মালিনীতীরের এক উদ্যানবাটিকার নিকুঞ্জপ্রান্তে দুষ্যন্তের পার্শ্বে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া, তখনকার সেই মূর্ত্তি, তখনকার সেই রসোচ্ছল নরনারীর হাস্যময়ী মূর্ত্তির সহিত আজ একবার এই বিবর্ণশীর্ণ, পবিত্রহৃদয় দুষ্যন্তের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ব্রতকর্শিতাঙ্গী মলিনবেশা পতিধ্যান-রতা যোগিনী শকুন্তলার মূর্ত্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারি যে, মর্ত্তের সেই পূর্ণকাম নর-নারী অপেক্ষা স্বর্গের এই নিষ্কাম নরনারীর মূর্ত্তি কত অনুপম, কত চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ। মর্ত্তের সে মূর্ত্তি চেতন হইয়াও অচৈতন্য, স্বর্গে তাহার সবটুকুই পূর্ণ চৈতন্যে প্রদীপ্ত। তখনকার সে মূর্ত্তি অতি মনোহারিণী, এখনকার সেই দম্পতি-মূর্ত্তি ততোধিক তৃপ্তিদায়িনী ও দীপ্তিময়ী। স্থূলদেহে যাহা সুন্দর ছিল, আজ বিশীর্ণদেহে, স্থানমাহাত্ম্যে তাহা সুন্দরতম। তাই মনে হইতেছে যে, কি দেখিয়াছিলাম, আর এই-ত বা কি দেখিতেছি। মহাকবির এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের দর্শক কোন দিন এই বিস্ময়ের হাত এড়াইতে পারিবেন না। ইহা ত নাটক নহে, নাটকাকারে আদ্যন্ত একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের লীলানৃত্য।

কবি, তাঁহার প্রিয় নায়কদিগকে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে কখনও অপূর্ণ পৃথিবীতে অবতারিত করেন না। এখানে সকলই স্থূল, সকলই স-সীম, তাই কবি, তাঁহার সফলকাম নায়কদিগকে এক নূতন পথে, কবির নিজের আবিষ্কৃত পথে লইয়া যান। সে পথে, মিলনে বিচ্ছেদ নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই, হর্ষে বিষাদ নাই, সে পথ চিরস্থির, চিরশান্ত, চিরতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। কবির সফলকাম রামসীতা পুষ্পকে আকাশপথে চলিয়াছেন, কবির সফলকাম পুরূরবা মেঘময়ী উর্ব্বশীর আশ্রয়ে আকাশপথে চলিয়াছেন, কবির দুষ্যন্ত-শকুন্তলাও ইন্দ্ররথে আকাশপথে চলিলেন। যেখানে মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ, জন্মের পরই মৃত্যু, সে পথে আর তাঁহারা গেলেন না। সসীমহৃদয় আজ অসীম প্রেমের স্পর্শে ক্রমেই অসীমতার দিকে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। কি আশ্চর্য্য কল্পনা, কি অদ্ভুত চিত্রনৈপুণ্য, কি অলৌকিক ঘটনা-বিন্যাস।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল সমাপ্ত